

- অ্যার্জে -



দুঃসাহসী

টিনটিন

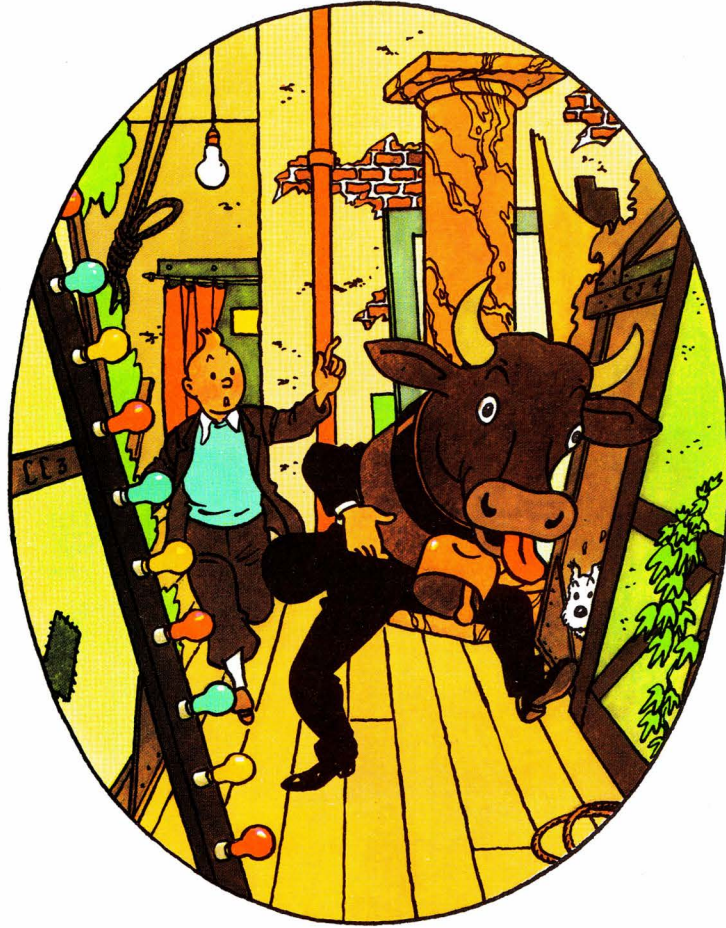


হুম্মির আভিহাচ



অ্যাৰ্জে
★
দুঃসাহসী
টিনটিন
★

মামিৰ অভিযান



টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাঙ্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ডুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিটল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারান্তো/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে জিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	আঁপ্রেমেরি স্যাঁ-পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমঁশ	লিজিয়া রোমঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

© চিত্র ১৯৪৮ এডিশানস, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।

© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান

© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬

নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত

থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং

নবম মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড

ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

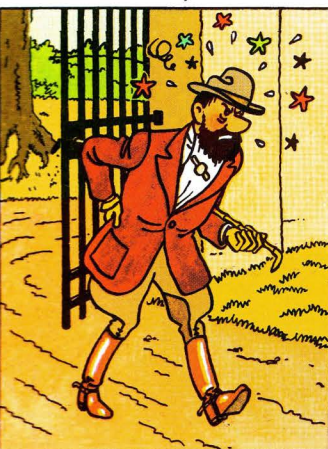
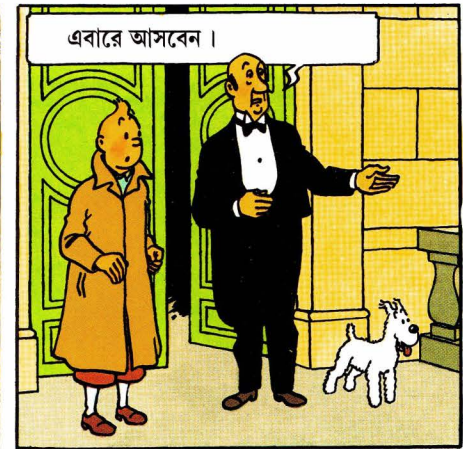
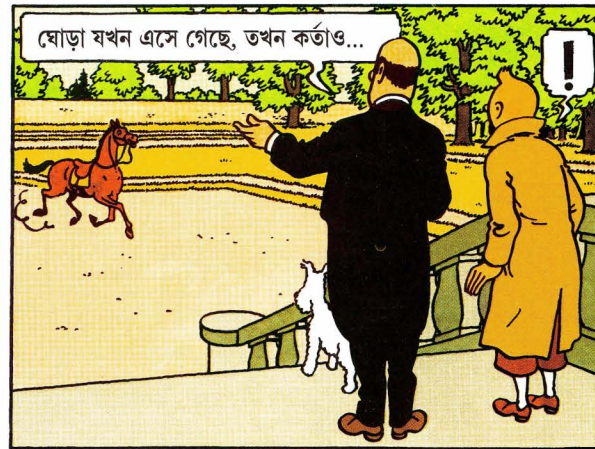
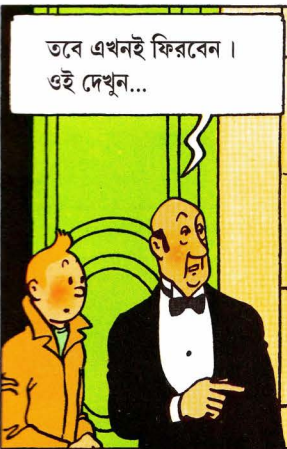
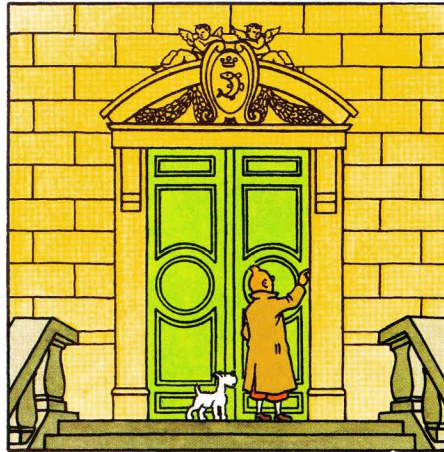
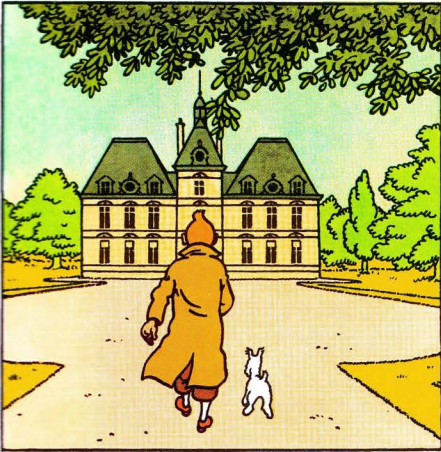
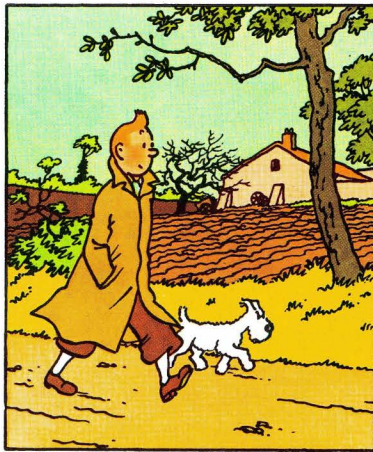
২০০.০০

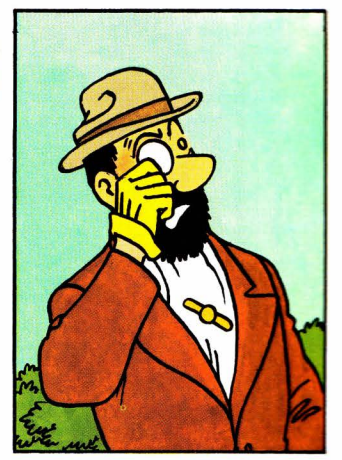
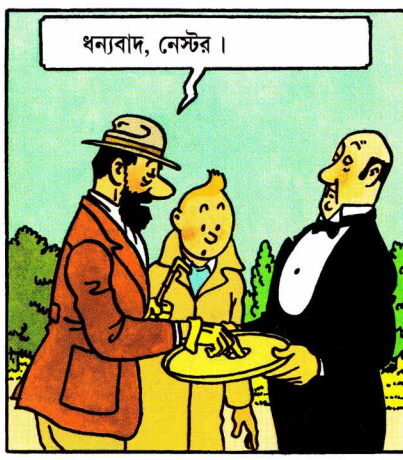
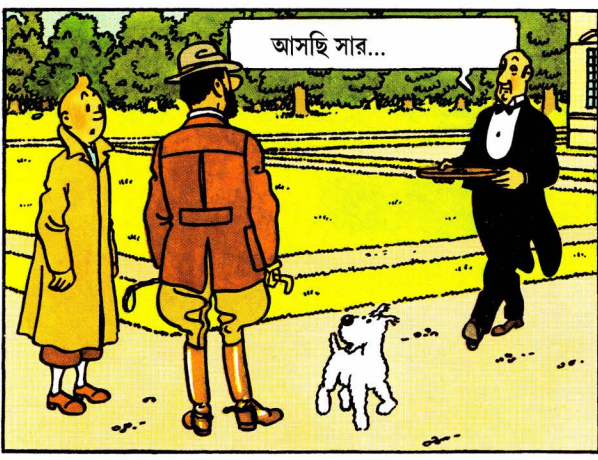
মামির অভিযান

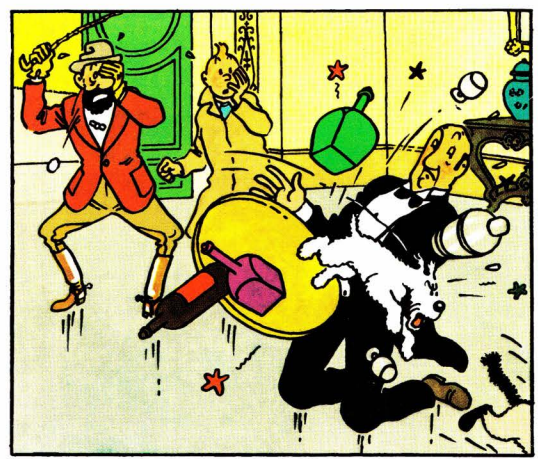
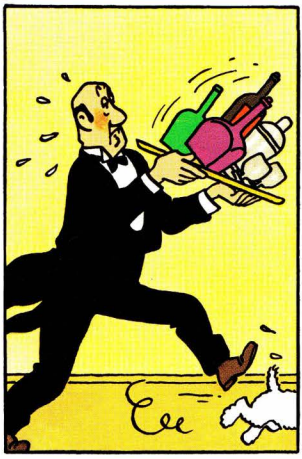
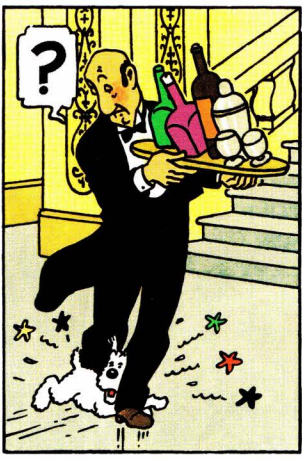
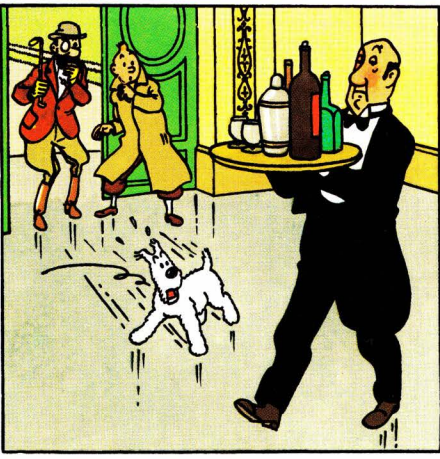
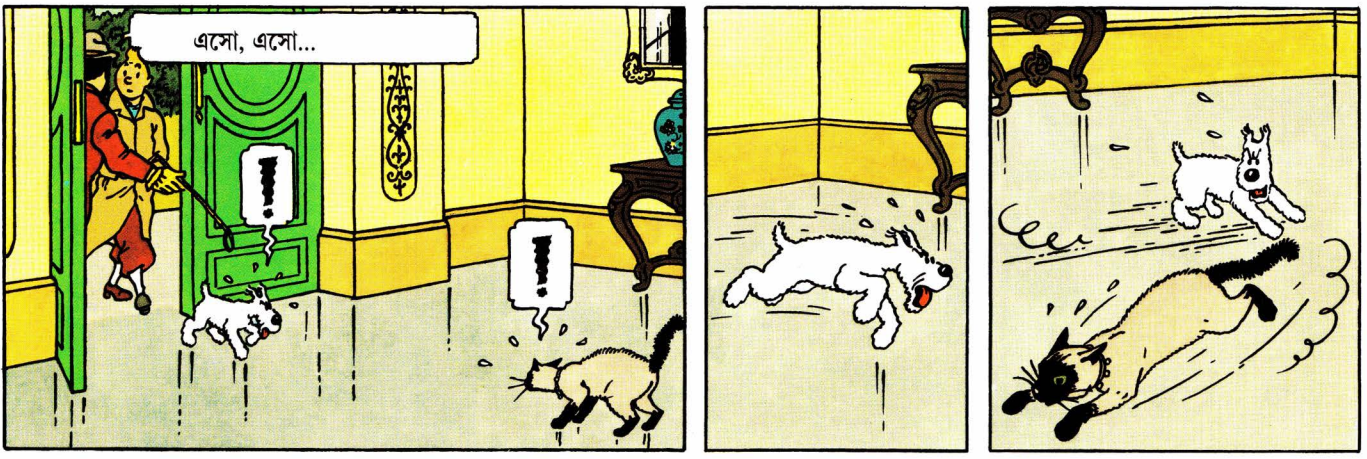


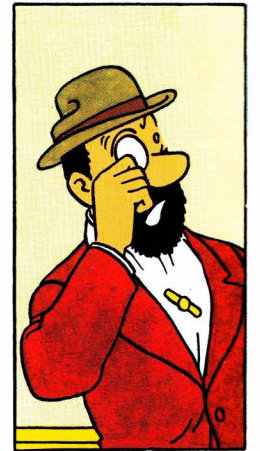
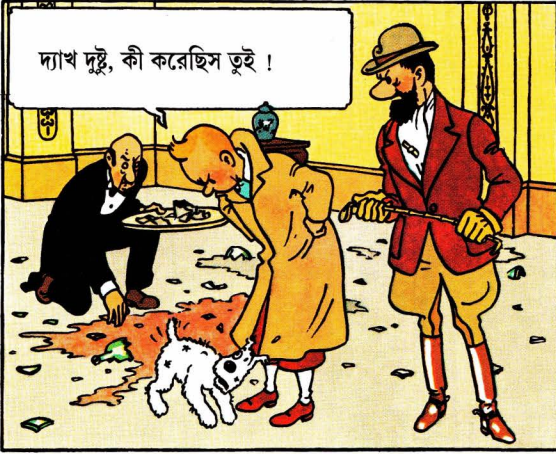
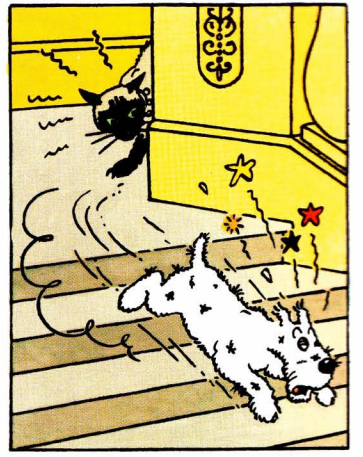
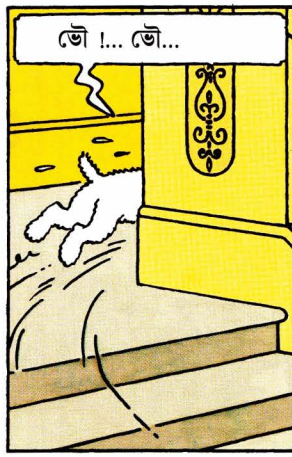
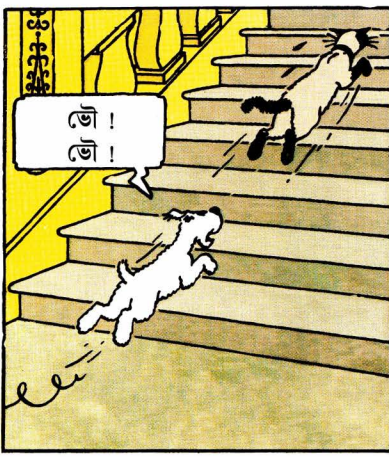
অভিযাত্রী-দলের প্রত্যাবর্তন
লিভারপুল, বৃহস্পতিবার।
সভার্স-হার্ডিয়ান অভিযাত্রী-দলের
সাতজন সদস্য আজ লিভারপুলে
পৌঁছেন। পেরু ও বলিভিয়ার নানা
দুর্গম অঞ্চলে দু' বছর তাঁরা বৈজ্ঞানিক
অভিযান চালিয়েছিলেন। কয়েকটি
প্রাচীন ইনকা-সমাধি তাঁরা আবিষ্কার
করেন। তার একটিতে ছিল রাজকীয়
স্বর্ণমুকুট-পরা একটি মমি। প্রমাণ
মিলেছে যে, এটি ইনকা রাসকার
কাপাকের সমাধি।

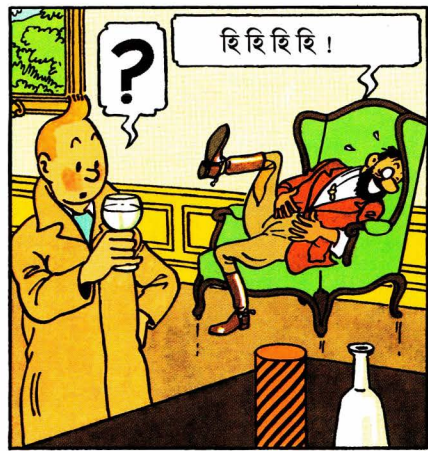
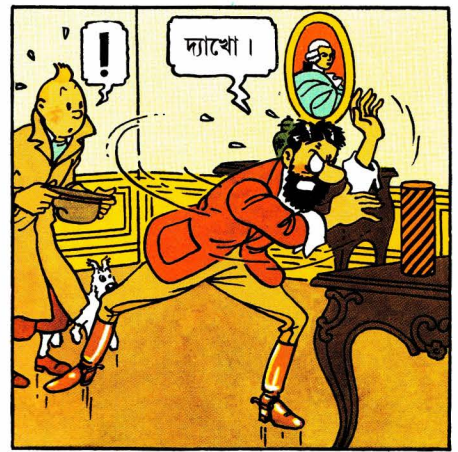


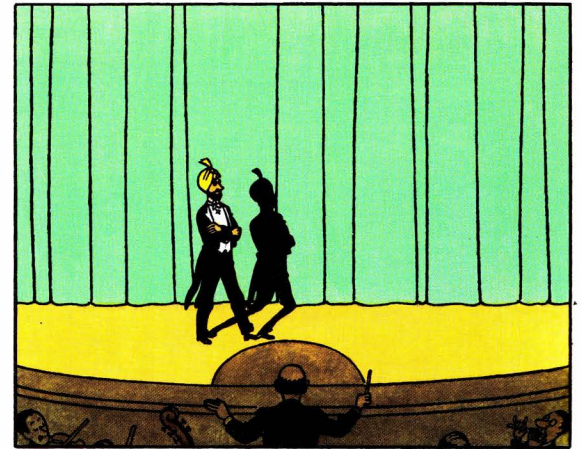
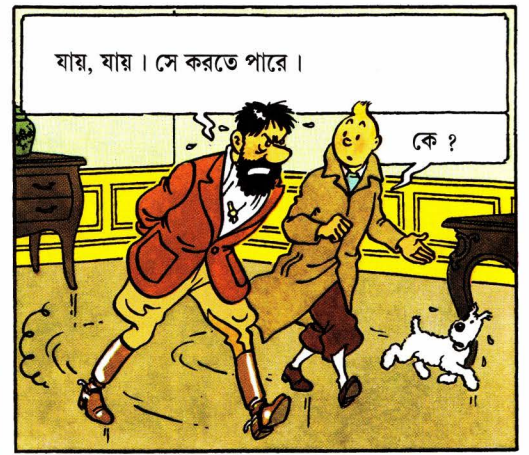


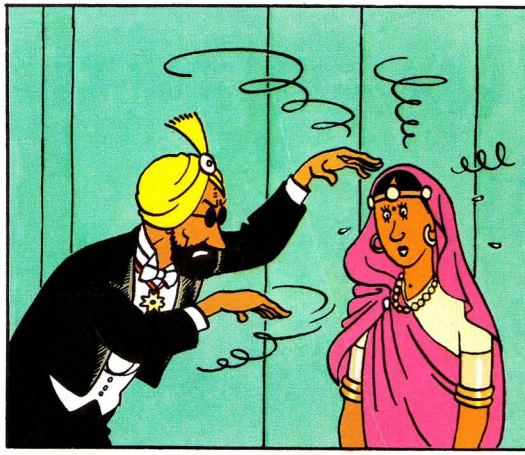


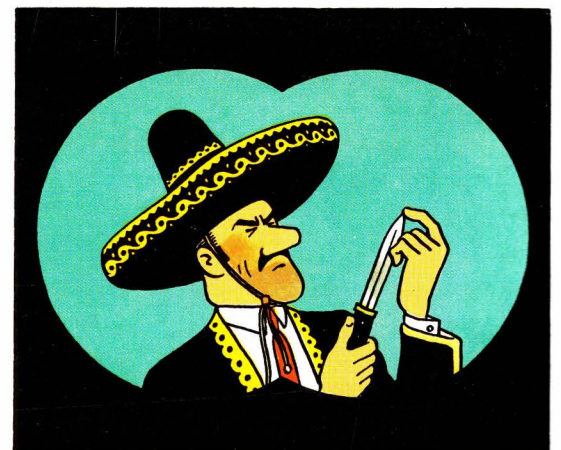
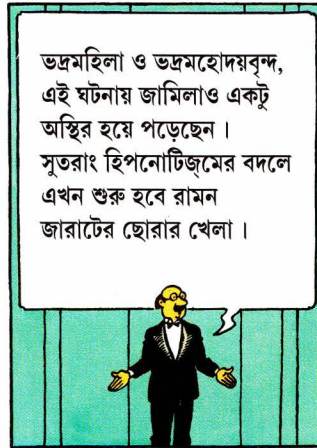
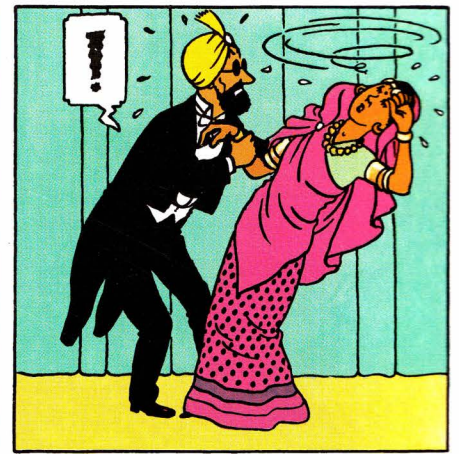
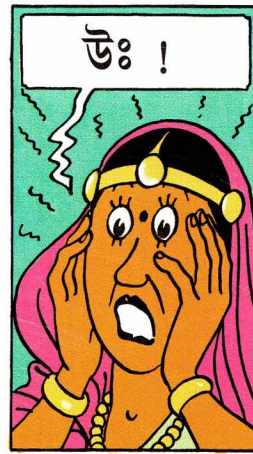
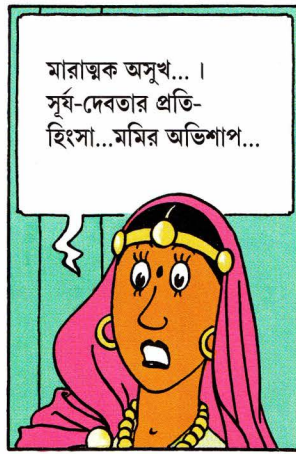


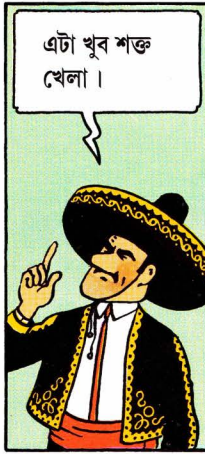
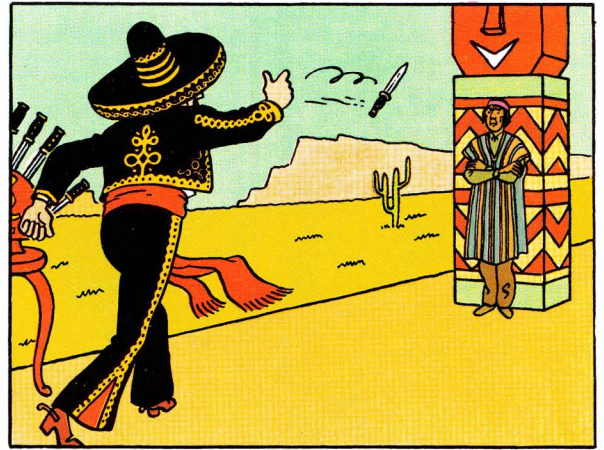


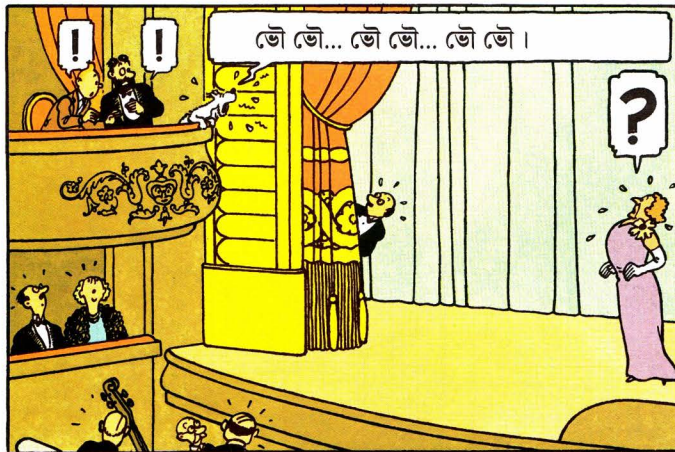
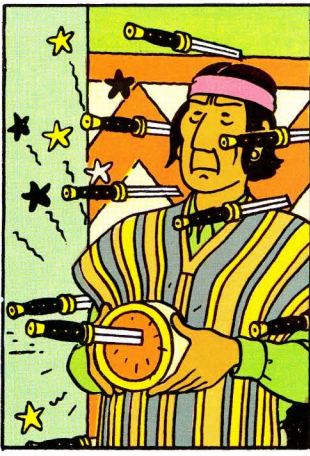
















আরে, টিনটিন। কী আনন্দ।
কী আনন্দ। উঃ কদিন
বাদে দেখা।



আর ইনি? এঁকে তো চিনলুম না!
ক্যাপ্টেন হ্যাডক।
মনে নেই?



নিশ্চয়, নিশ্চয়, নিশ্চয়,
নিশ্চয় মনে আছে!
তারপর কী খবর?
ভালই।



না, এরা পুলিশ নয়...
যাক বাবা!



ওর নাম চিকিটো। পাসপোর্ট-ভিসা
এইসব নিয়ে পুলিশ খুব
হাঙ্গামা করে তো... চিকিটো
তাই সারাক্ষণই ভয়ে থাকে।

তা তো বটেই
তা তো বটেই!



উঃ, কদিন বাদে
দেখা। এসো, একটু
আনন্দ করা যাক।



তোমাদের দেখে কী যে আনন্দ হচ্ছে আমার!
আমারও।
আমারও।



পানীয়টা কিন্তু বড্ড
ঝাঁঝালো।
আরে খুত, ঝাঁঝালো
তো কী হয়েছে?



আমাকে এখানে ছোরার খেলা
দেখাতে দেখে অবাক হচ্ছে তো?
তা এই হচ্ছে জীবন। দেশে
বিপ্লব হল। আমার ক্ষমতা
গেল...



ফলে জেনারেল টাপিওকা এখন
গদিতে বসেছে, আর আমি
ছোরার খেলা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি।



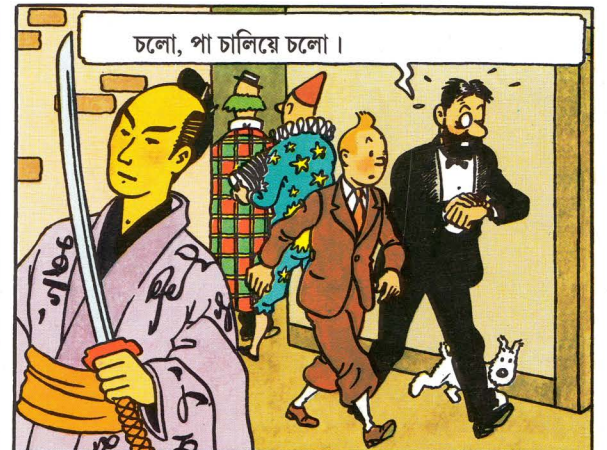
চলো, সিটে ফেরা যাক।
নয়তো পরের খেলাটা
দেখা যাবে না।

ঠিক বলেছ।

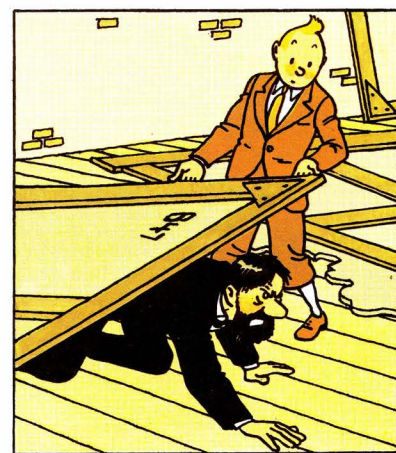
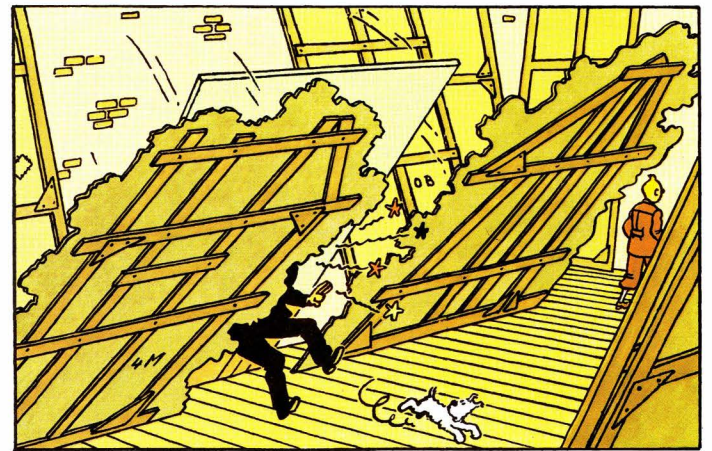
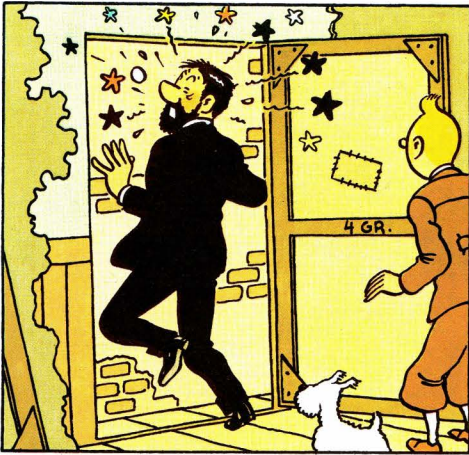


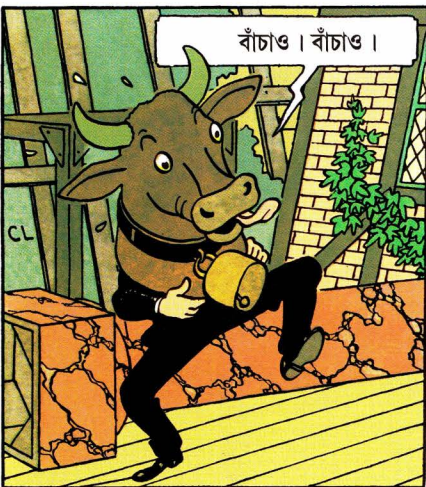
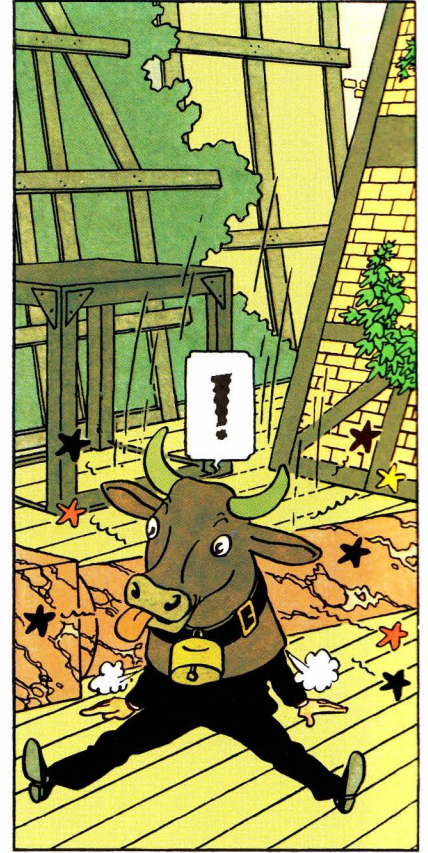
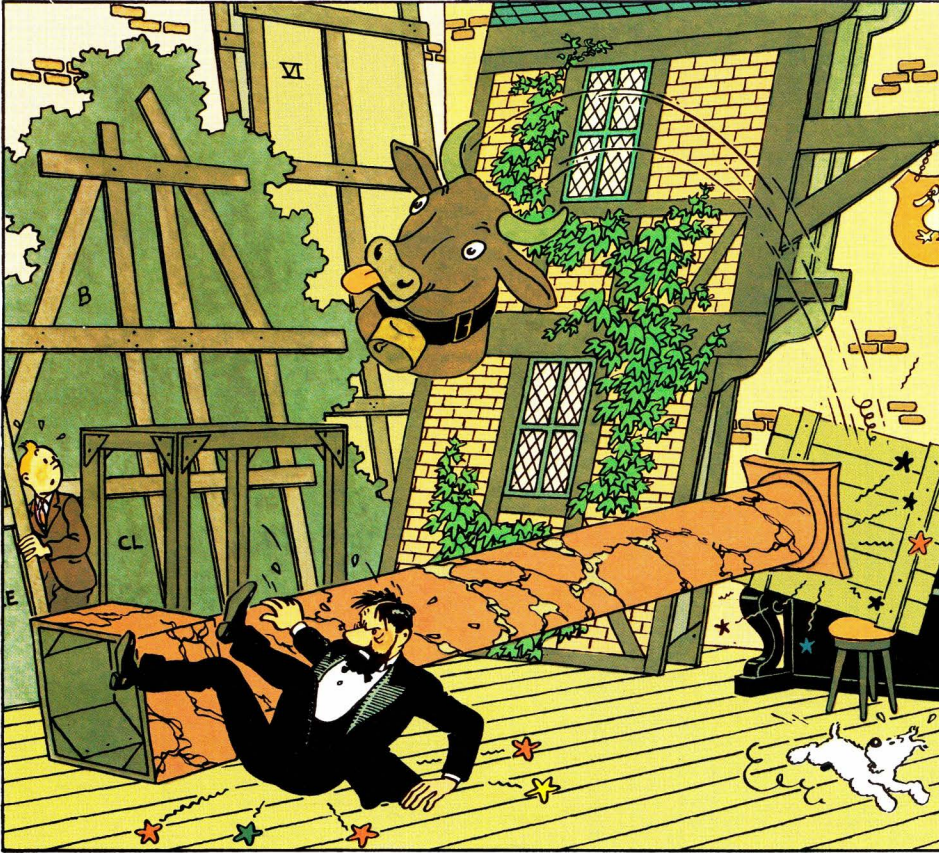
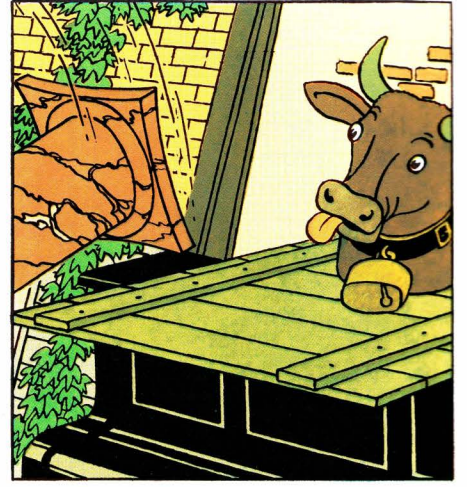
তা হলে চলি জেনারেল।
পরে আবার দেখা হবে।

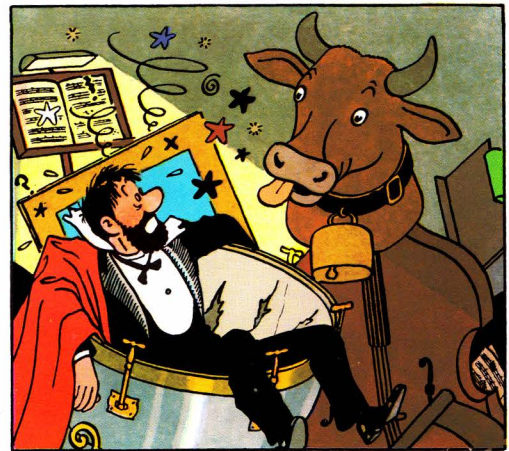
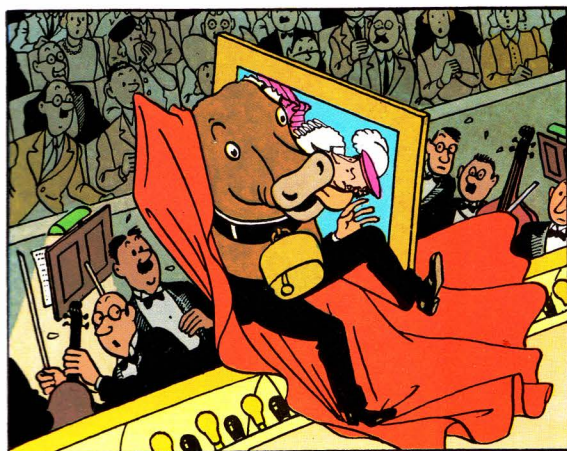
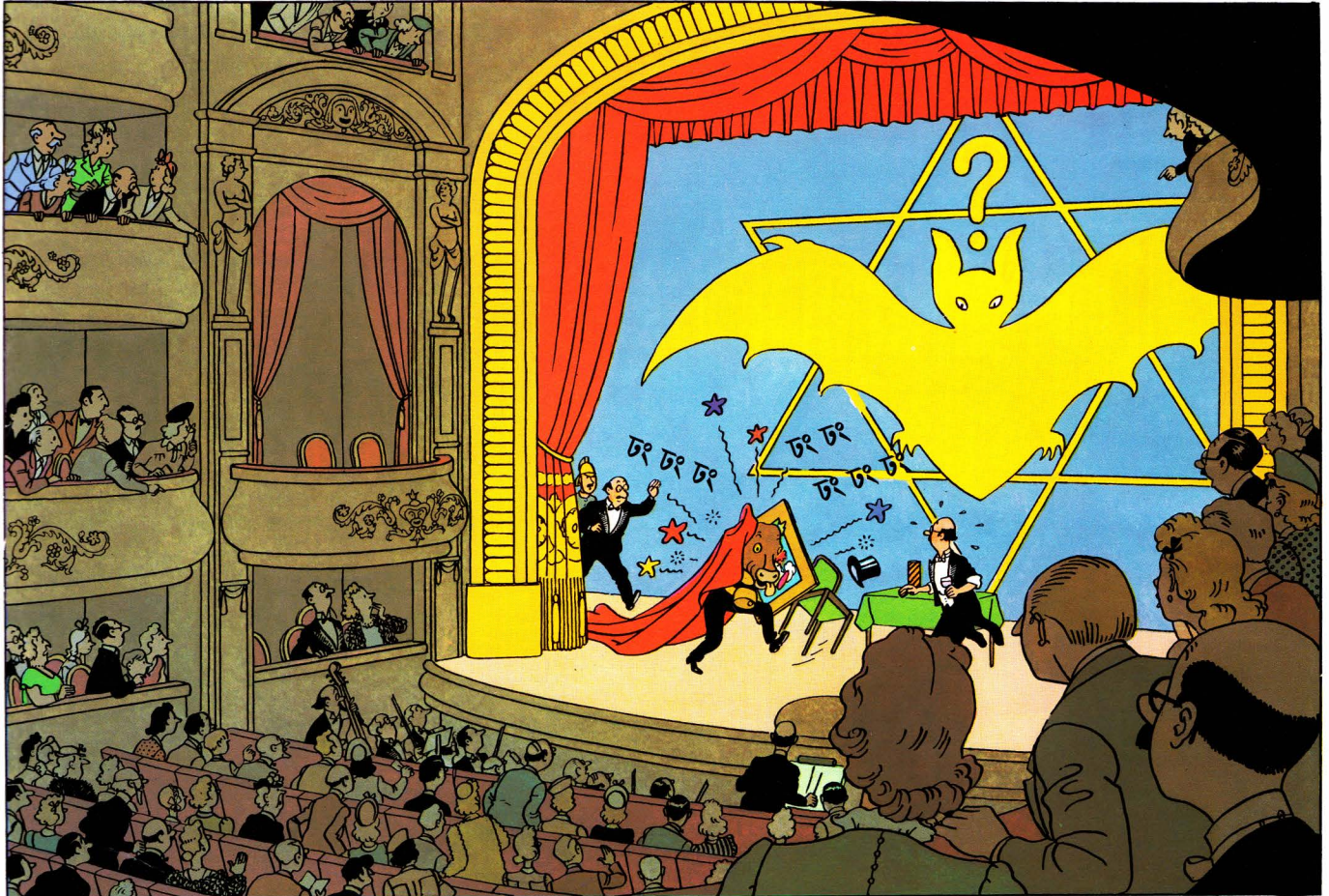
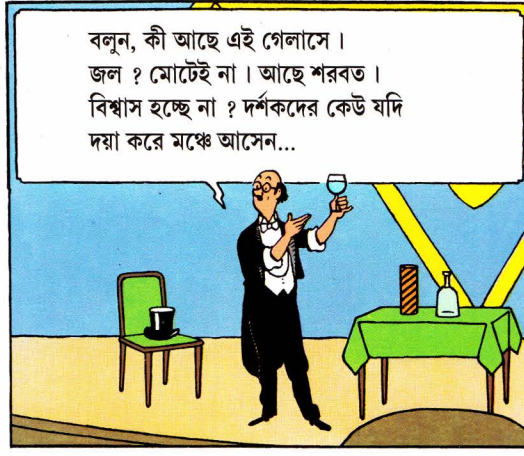
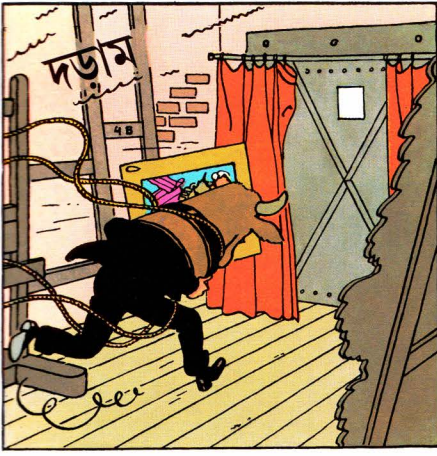
নিশ্চয়, নিশ্চয়।



চলো, পা চালিয়ে চলো।



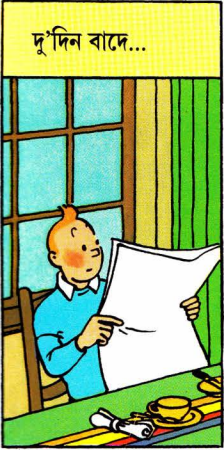






সম্ভেটা ভালই কটল। চলো,
তোমাকে স্টেশনে পৌঁছে
দিই।

দু'দিন বাদে...



আবার রহস্যজনক ব্যাধি
প্রথমে ক্লার্কসন পরে সভার্স
সভার্স-হার্ডিয়ান অভিনয়ের
ফোটোগ্রাফার মি. পিটার ক্লার্কসন
তাঁর বাড়িতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে
পড়েন। ঘণ্টা কয়েক বাদে
অধ্যাপক সভার্সকে...

ফারাওয়ারের সমাধি ঘাঁরা খুলেছিলেন,
তাঁরা প্রত্যেকেই রহস্যময়ভাবে মারা
যান। দেখবেন, এবারেও তা-ই হবে।



কে জানে, লোকটা
হয়তো ঠিকই
বলেছিল।



আরে!... কী খবর?



ভাল...ভাল...বুঝলে হে, আমাদের ভুল হয়
না।

কখনও ভুল হয় না।

তাই বুঝি?

নিশ্চয়। কাগজ দেখেছ? আবার
রহস্যজনক ব্যাধি। দেখেছ?

হ্যাঁ, দেখেছি।



বেশ, বেশ। তা এ-ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?

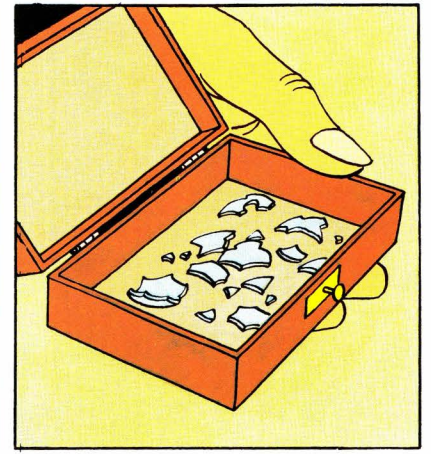
কিছুই না। ব্যাপারটা কাকতালীয়
হতে পারে।

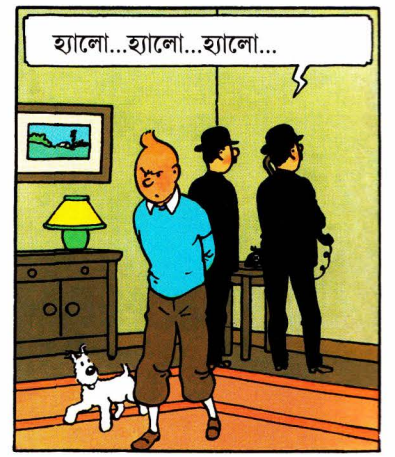


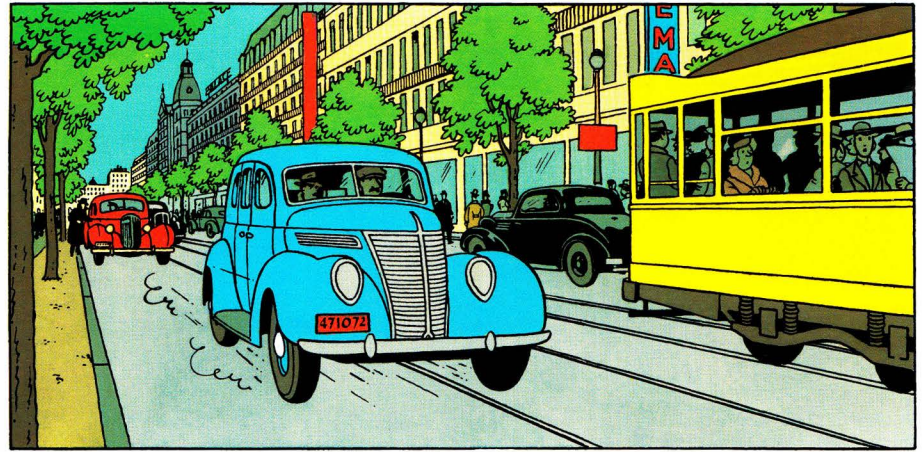
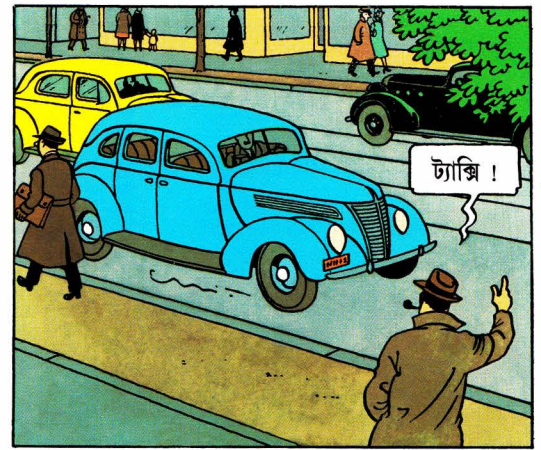
আরে না, না, কাকতালীয় নয়।

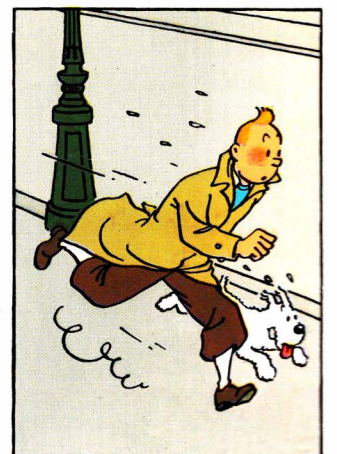
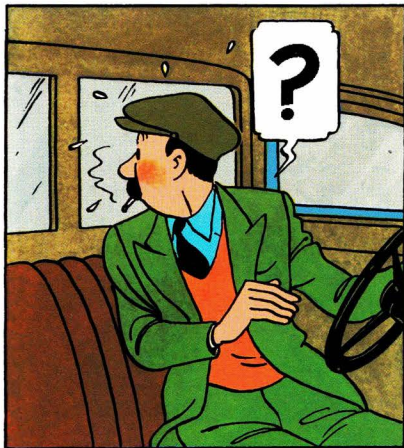
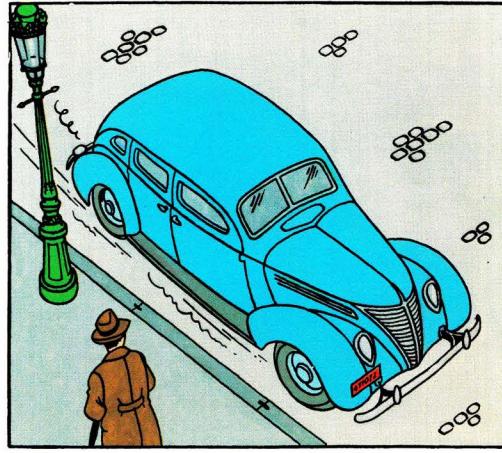
কিন্তু সেটা প্রমাণ করবে
কী করে?... আর তা ছাড়া
ব্যাধিটাই বা কী?











রহস্য ঘনীভূত
স্ফটিক রহস্য
মমির অভিষাপ ?

স্ফটিক রহস্য
স্ফটিকের কবলে নতুন মানুষ। পুলিশ দেখছে
অসদ্ব্যবস্থা খোঁজবের চেষ্টা, হামলা করা হয়েছে।
কবলে নতুন মানুষ। পুলিশ
চলছে, হামলা করা হয়েছে। পুলিশ
কবলে নতুন মানুষ। পুলিশ
খোঁজবের চেষ্টা নতুন মানুষ
একই হামলাকার ডাকাতের
পুলিশ স্ফটিক বসের কি রহস্য

বিজ্ঞানীদের ওপরে হামলা
অধ্যাপক ক্যাটলিন, মি. মার্ক, ফ্যালকনার, সডার্ন
হাউসিয়ার, অধ্যাপক মি. পিটার সব নামী বিজ্ঞানীরা
হট্টোৎকর্ষ করে হামলার সঙ্ঘবন হন।
কিন্তু কেউ তার কারণ বুঝে
নেন কেউ তার কারণ বুঝে
নেন। হামলার পরে বিজ্ঞানীরা
টুকরো পাওয়া গেছে। একই
দিন হয়ে পড়েছেন। একই
রাসে ওনারের ডাকাতরা
নন ও অবধি কিছু বলেন
নি।

মমির অভিষাপ ?
রহস্যময় কাহিনি দিল্লি আমেরিকায় নামী
বিজ্ঞানীরা হট্টোৎকর্ষ করে হামলার সঙ্ঘবন হন
অধ্যাপক ক্যাটলিন, অধ্যাপক
হাউসিয়ার, অধ্যাপক
মমির অভিষাপ বসে
বিজ্ঞানীরা বসেছেন
কি আমেরিকা

**স্ফটিক বল কি
সাতটা ?**

সাত-অভিযাত্রীর মধ্যে রেহাই
পেয়েছেন শুধু অধ্যাপক তারাগ
আর ডক্টর মিজ। পুলিশ তাঁদের
বাড়ি ও অফিসের ওপরে দিনরাত
নজর রাখছে। খবর শেষ হল।

**ডারউইন
জাদুঘর**

এগোলেই গুলি চালাব...

ডিরেক্টর

ডক্টর মিজকে এই চিঠি
আর পার্সেলটা দেব...

ঠিক আছে,
ভেতর যান।

ডিরেক্টর

ধন্যবাদ।

ডিরেক্টর

বাঃ। জাভা থেকে আমার
এক সহকর্মী একটি দুর্লভ
প্রজাপতি পাঠিয়েছেন।

এবারে পার্সেলটা খোলা
যাক।

খুলবেন না।... ওর মধ্যে বোমা থাকতে
পারে।... আমাকে দিন।

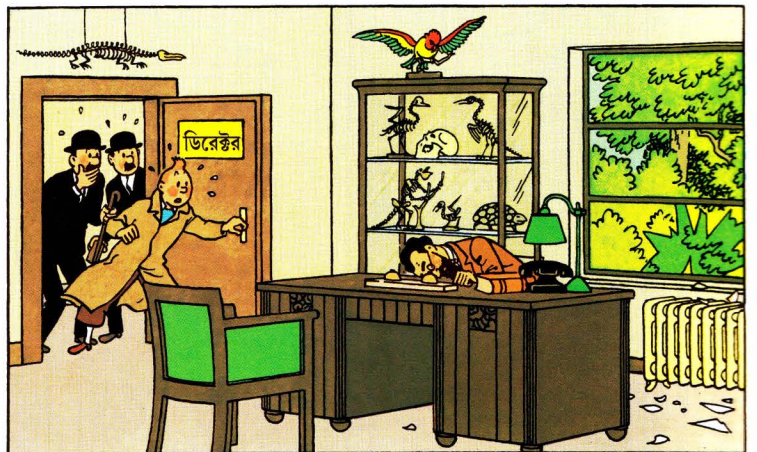
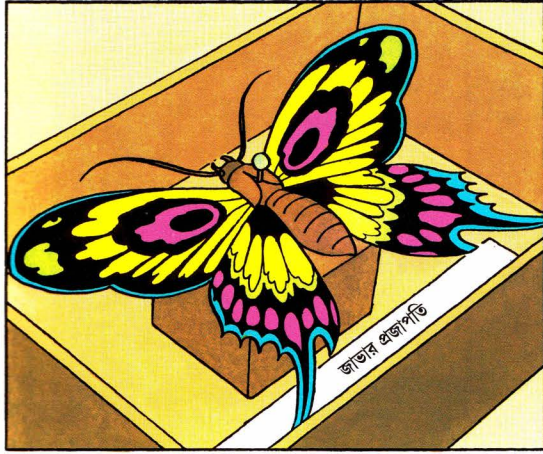
কিন্তু বোমায়
আপনারও...?

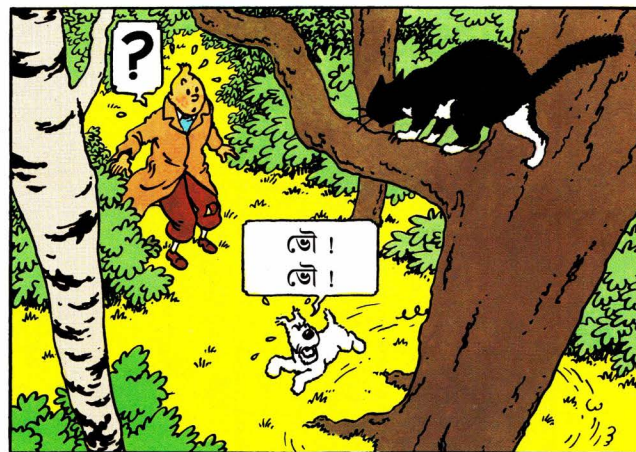
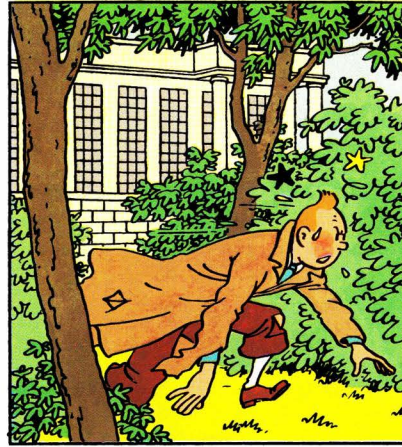
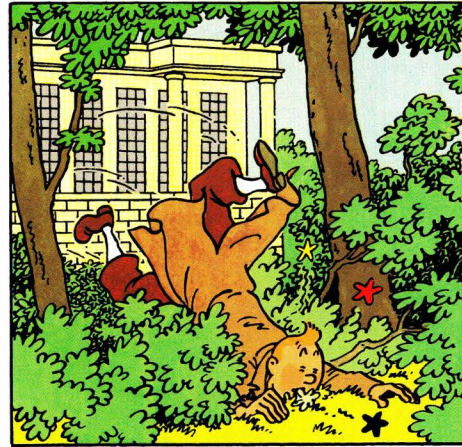
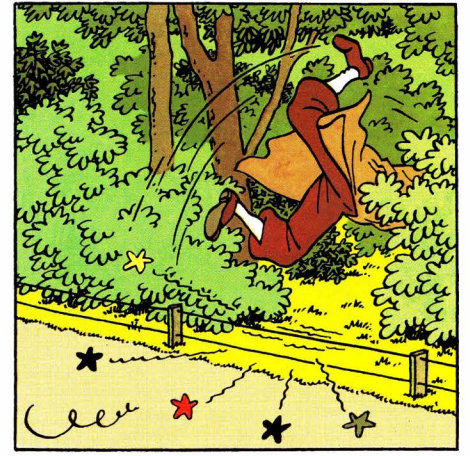
মৃত্যু ঘটতে পারে? ঘটুক। কর্তব্য
পালন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করতে
আমরা ভয় পাই না।

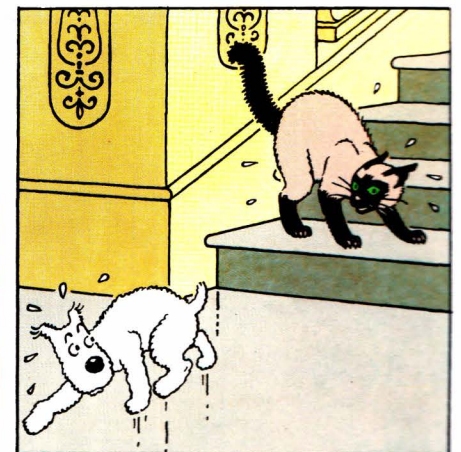
ওহে এসো, এই সম্ভেদজনক পার্সেলটা
খুলতে হবে।

এই নাও। বাপস।

ডিরেক্টর









আরে টিনটিন যে, কী খবর ?



তুমি কেমন আছ ? প্রোফেসর ক্যালকুলাসেরই বা খবর কী ?

ভাল, ভাল। প্রোফেসর কাগজ পড়ছেন...



“অভিযানের শেষ যে-সদস্য এখনও আক্রান্ত হননি, পুলিশ থেকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য কড়া পাহারার ব্যবস্থা হয়েছে। পুলিশের উদ্যোগ প্রশংসনীয়, কেননা নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হলে...”



“শেষ সদস্য ড. তারাগঁ যে আক্রান্ত হবেন...” জ্যা।



তারাগঁও এই অভিযানে ছিল ? সাতজনের মধ্যে বাকি...? সে যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু !



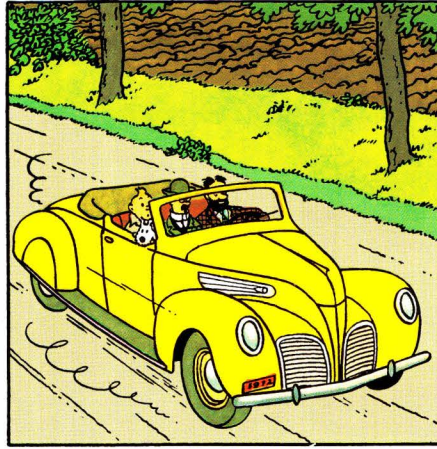
তারাগঁকে আপনি চেনেন ? প্রাচীন আমেরিকা সম্পর্কে যিনি মস্ত বিশেষজ্ঞ ? রাসকার কাপাকের মমিটা তাঁর বাড়িতেই আছে না ?

আরে না না, তারাগঁ মোটেই রাগী লোক নয়। আলাপ করতে চাও ?



এখনই আমি তারাগঁর কাছে যাব।

বেশ তো ! চলো...



কারা যেন অধ্যাপক তারাগঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে।



অধ্যাপক তারাগঁর সঙ্গে দেখা করব।

পাস দেখান।



হ্যাডক, টিনটিন, ক্যালকুলাস...ঠিক আছে। একটু দাঁড়ান আমি দেখছি...

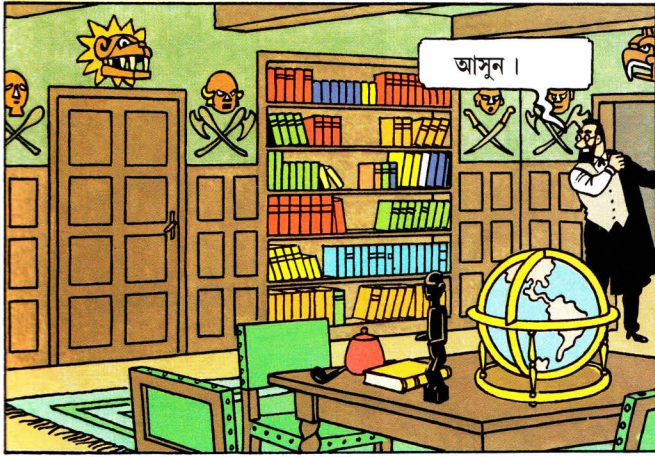
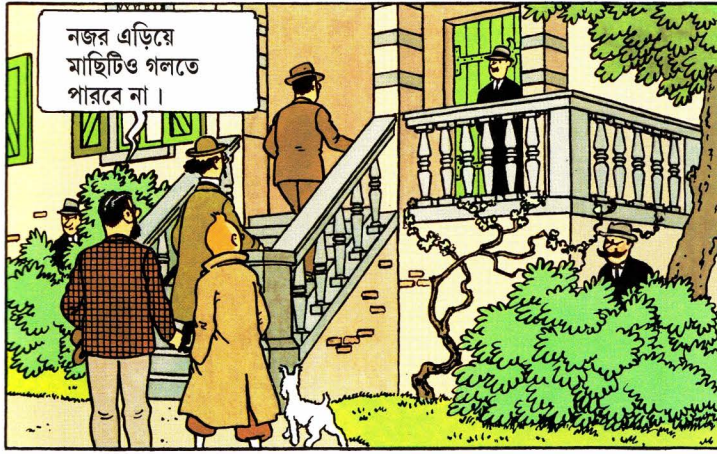


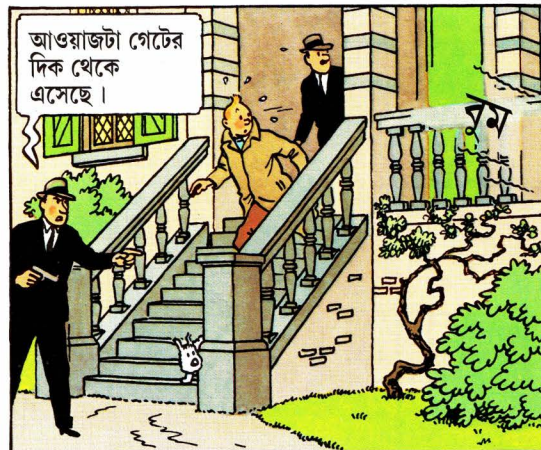
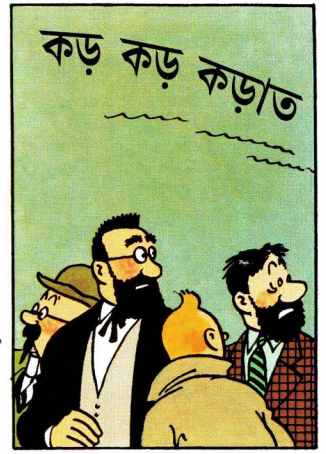
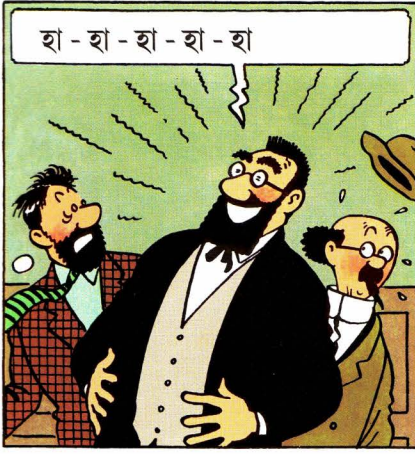
ওরেবাবা, এ যে ভীষণ কড়া পাহারা।

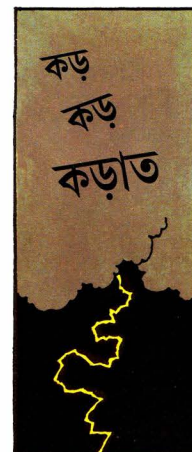
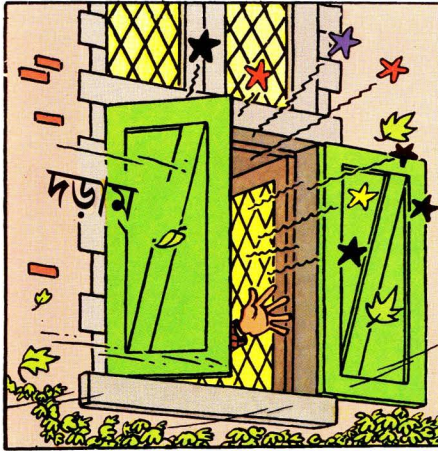
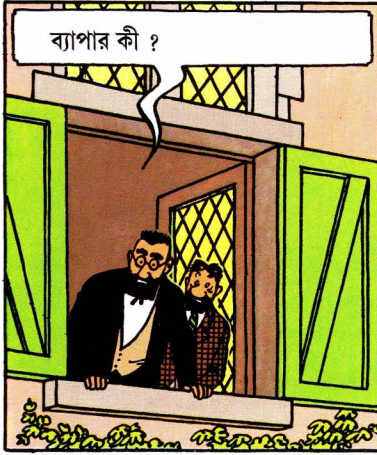
আমরা হুকুমের লোক...

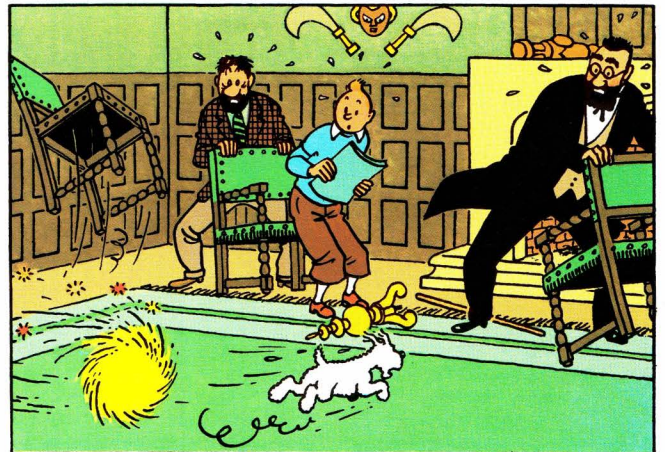
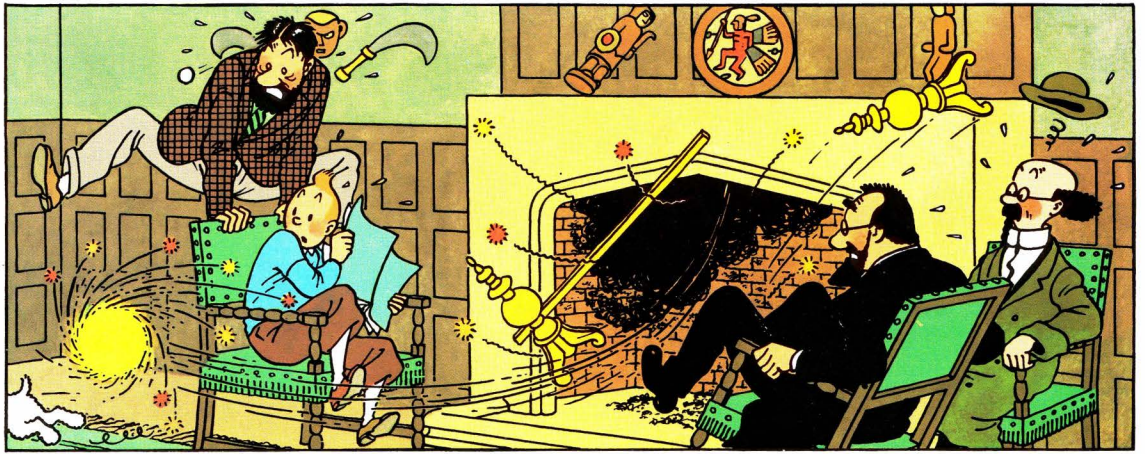
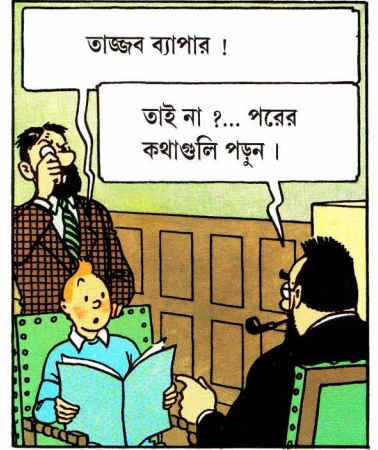


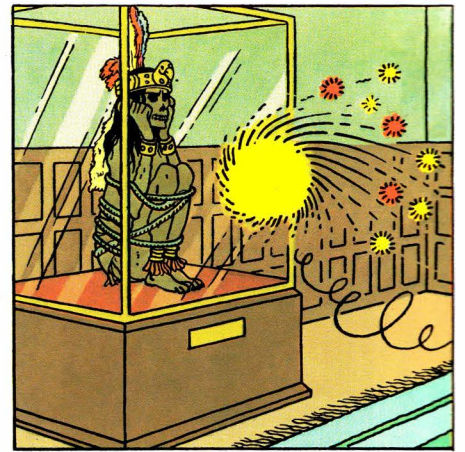
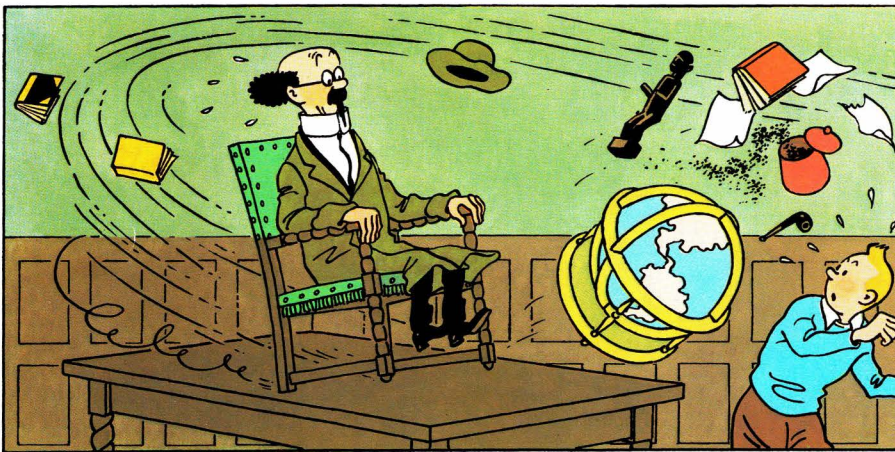
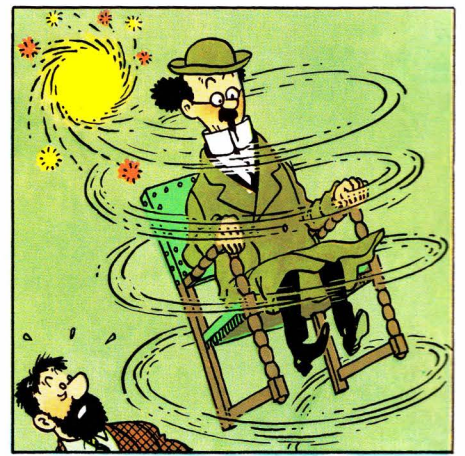
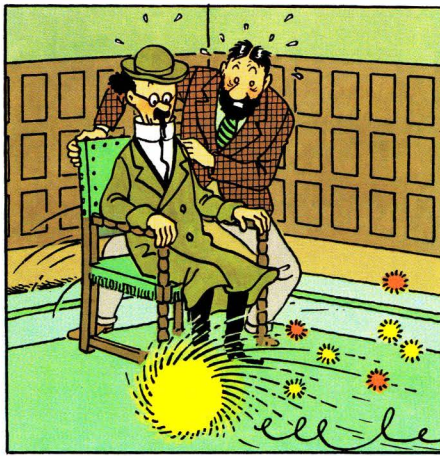
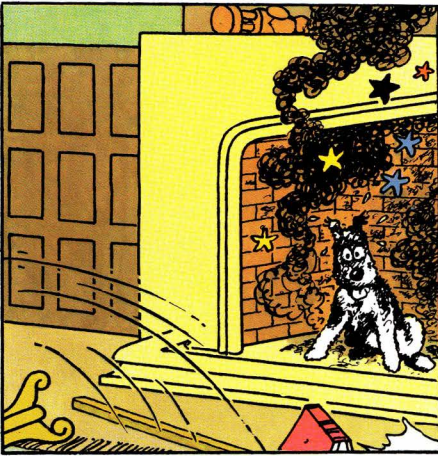
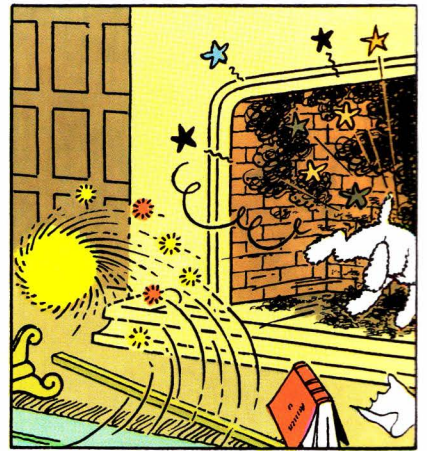
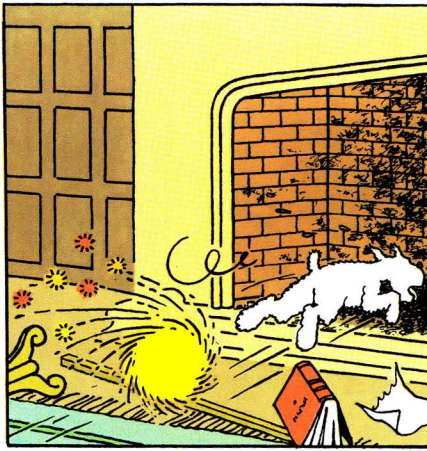
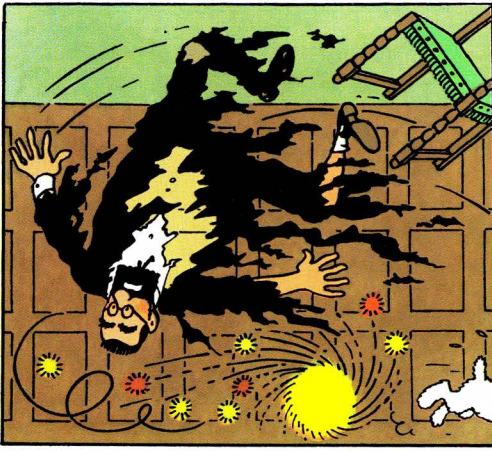
ঠিক আছে, ওঁদের চুকতে দাও।



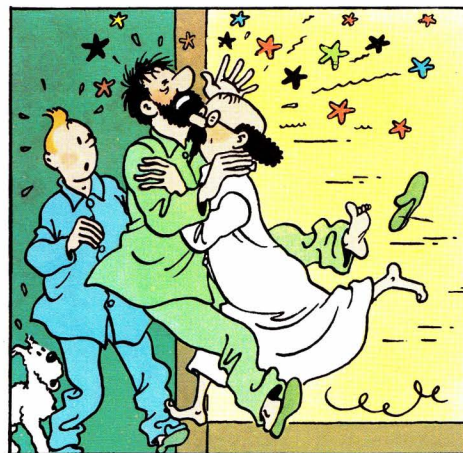
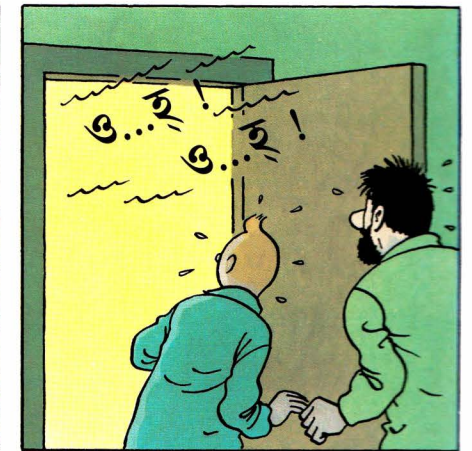
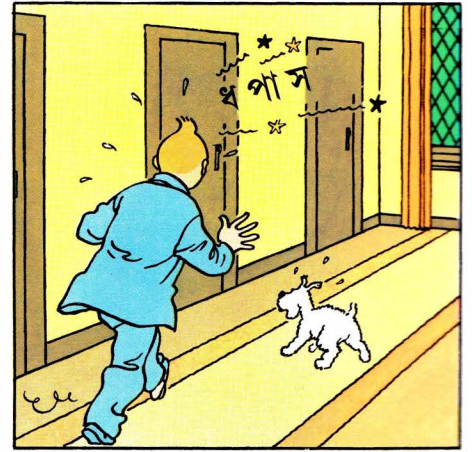
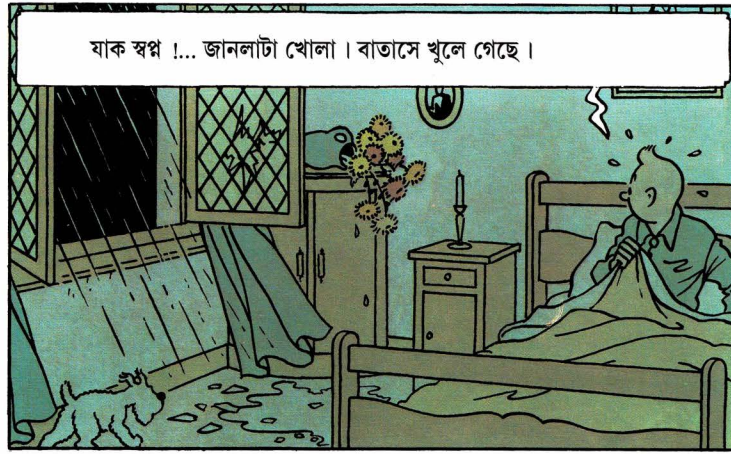
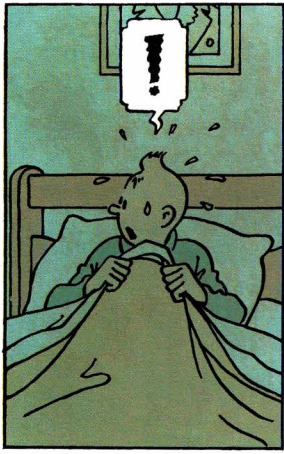


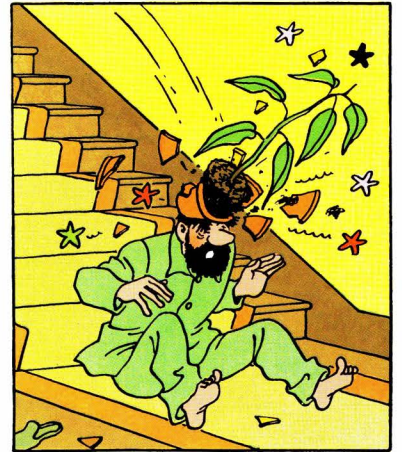
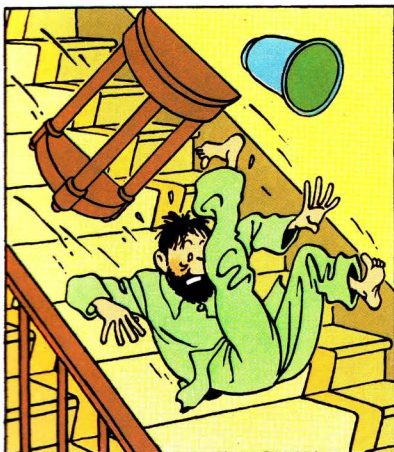
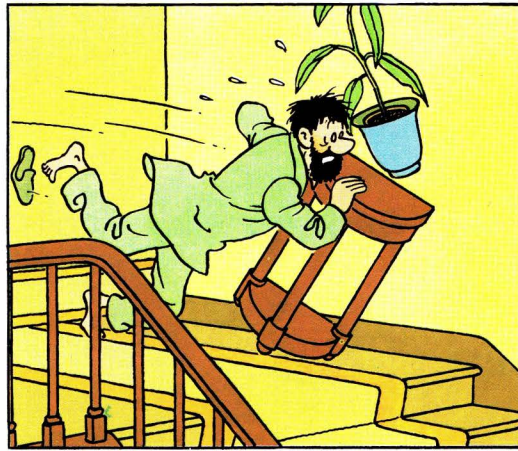


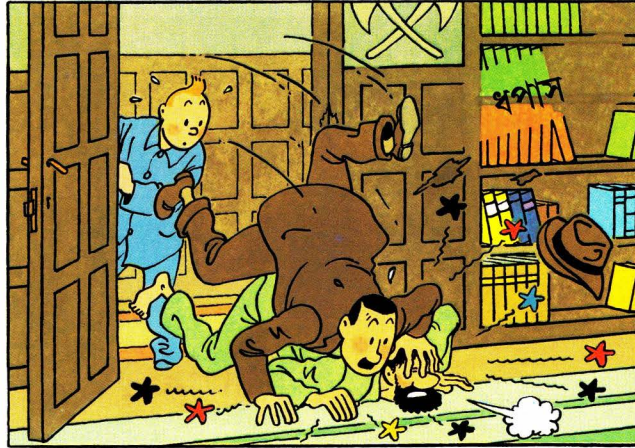
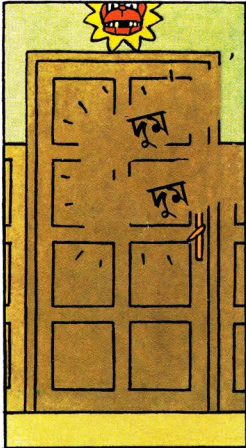
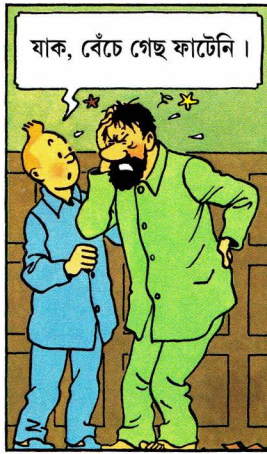


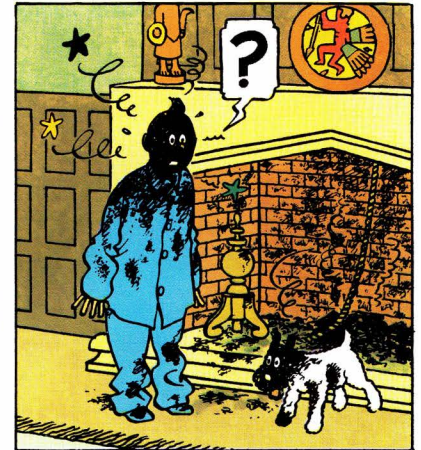
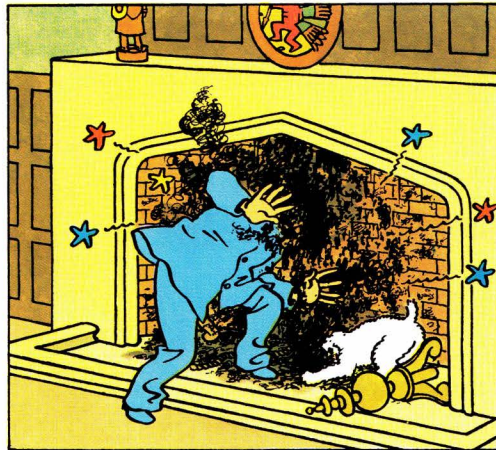




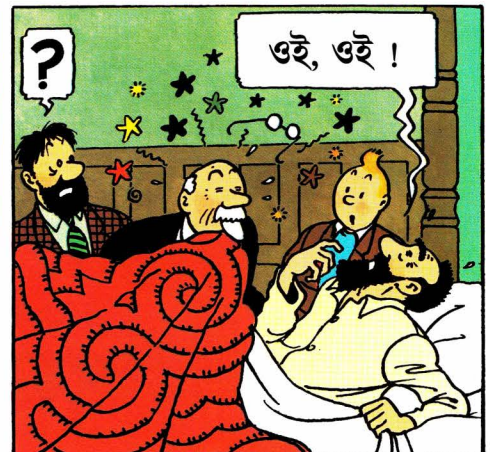


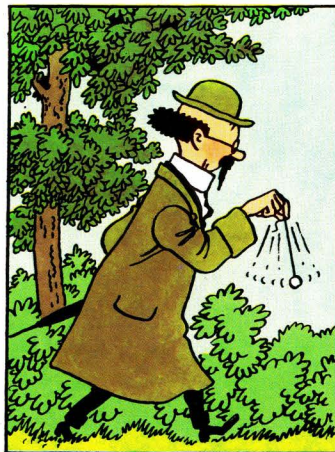
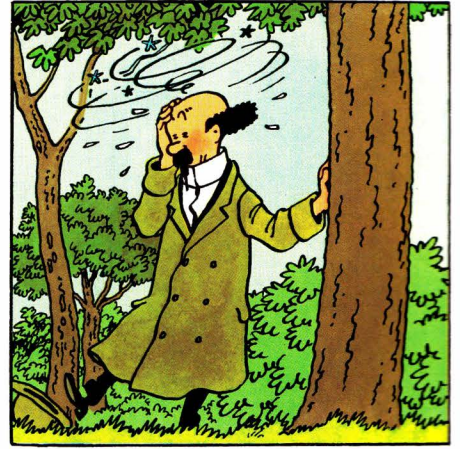
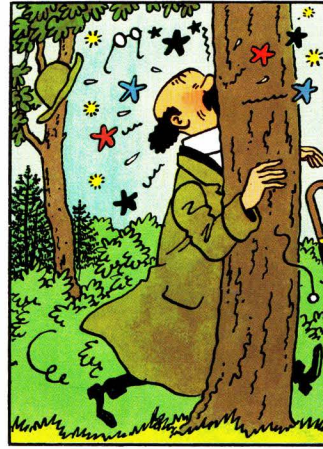
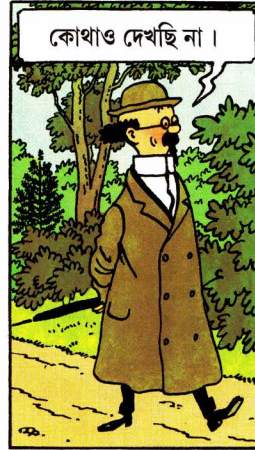
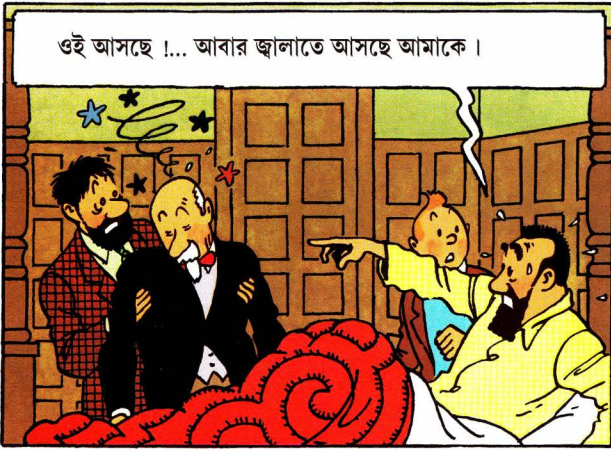


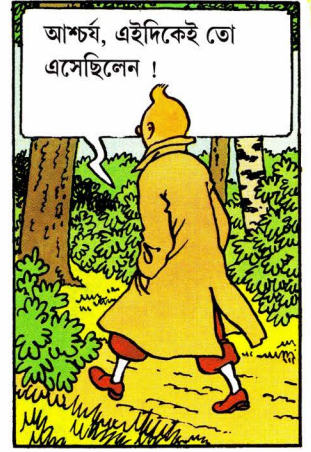
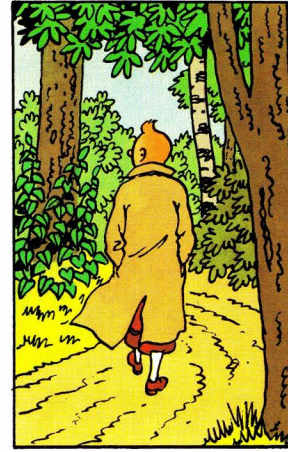
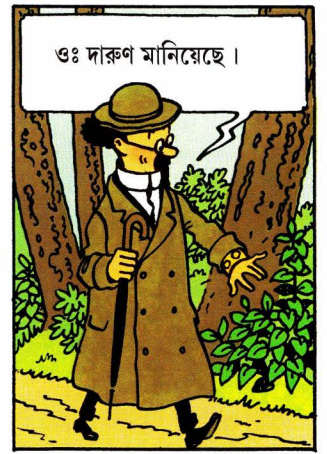
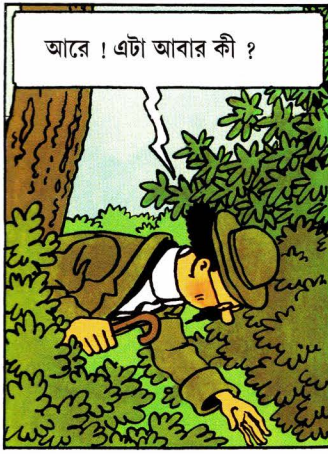


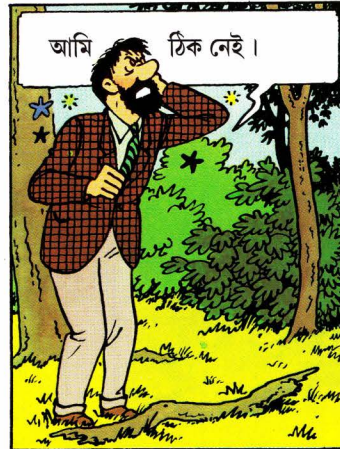
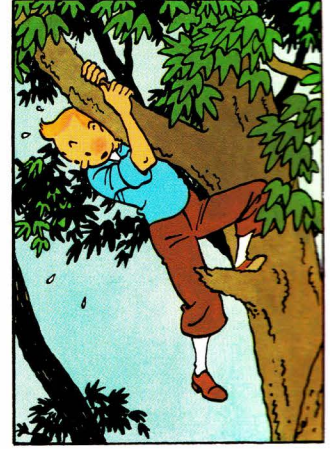
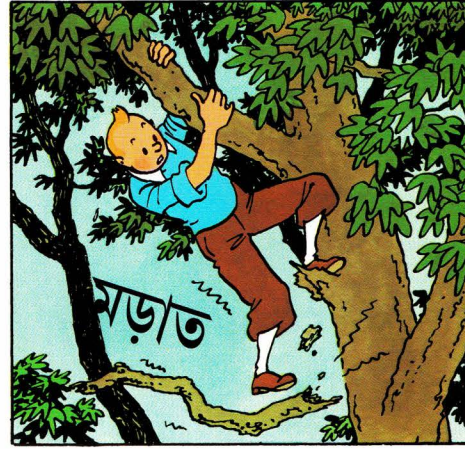
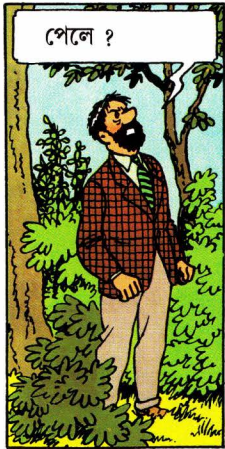
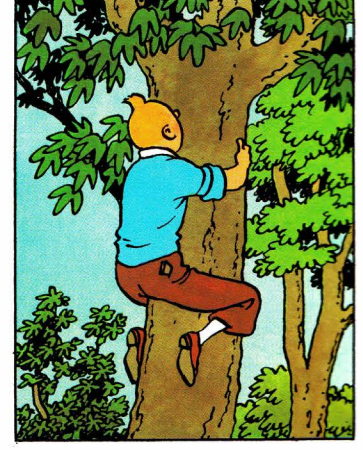


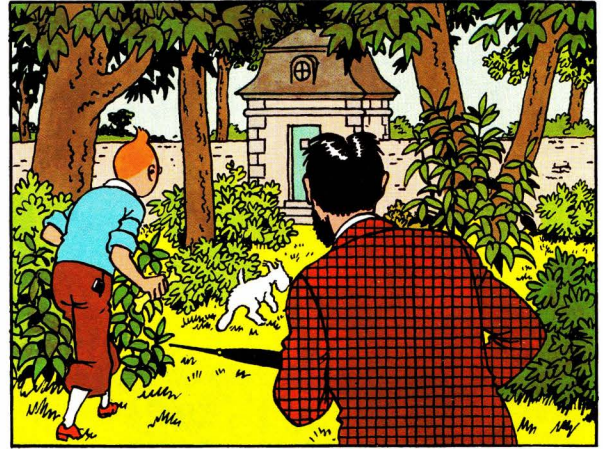
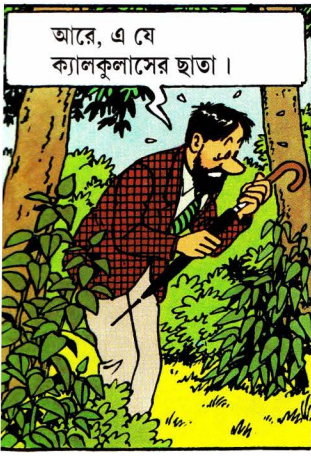


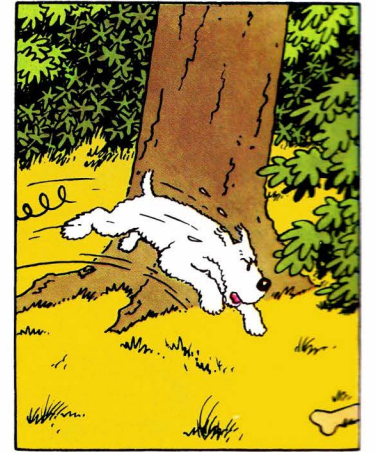
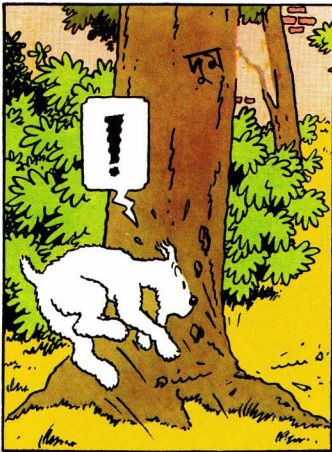
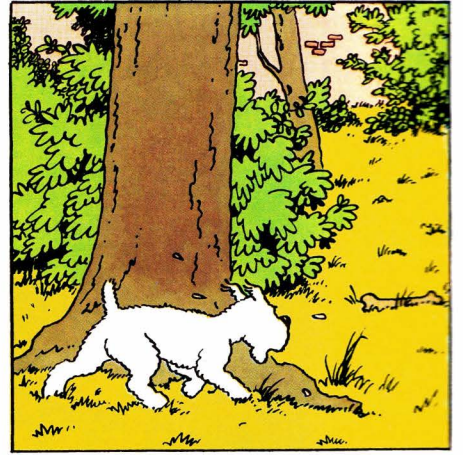
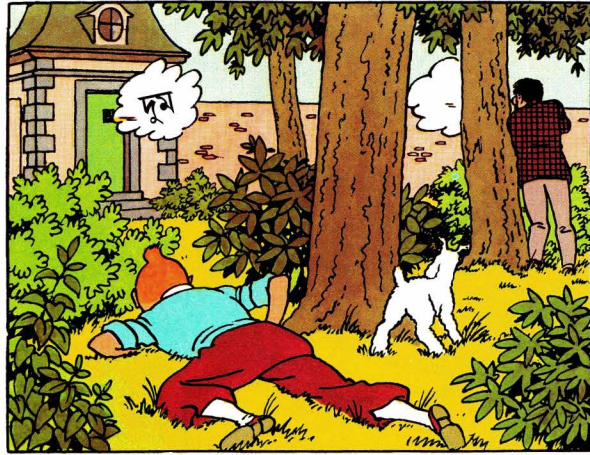
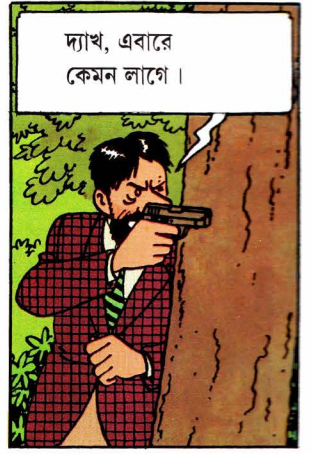


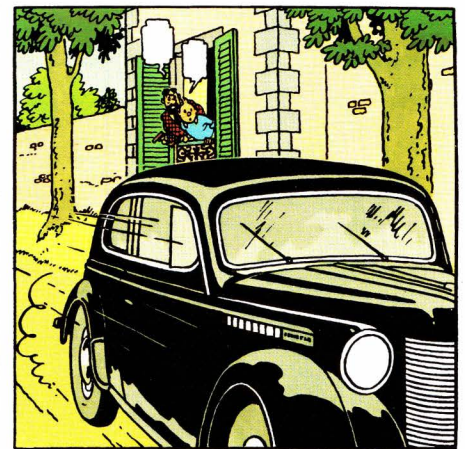
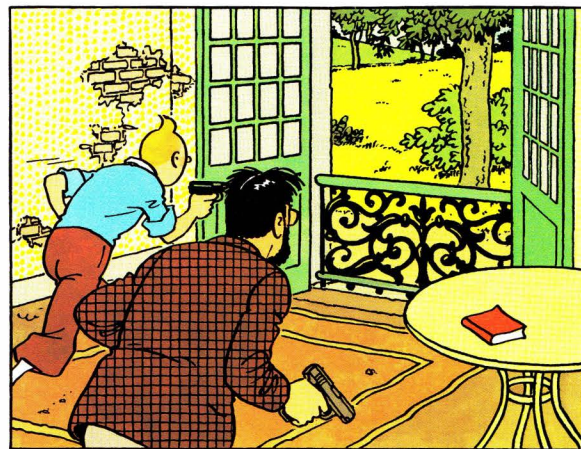
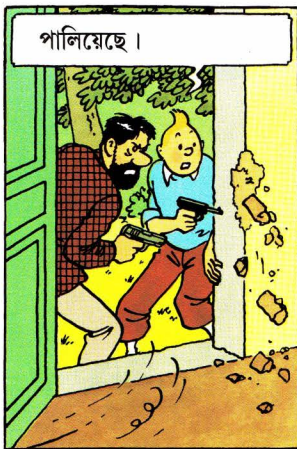
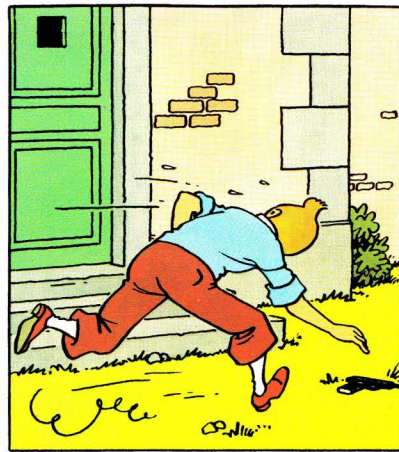
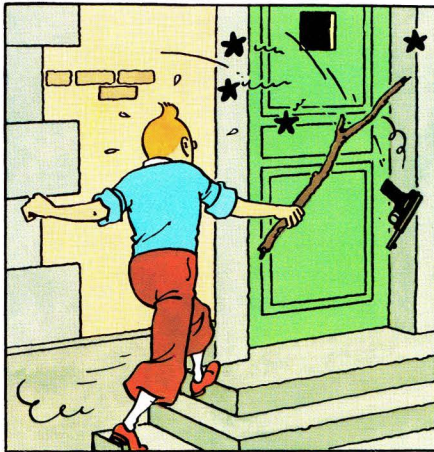
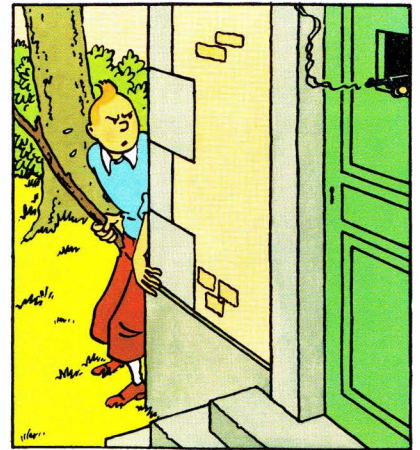
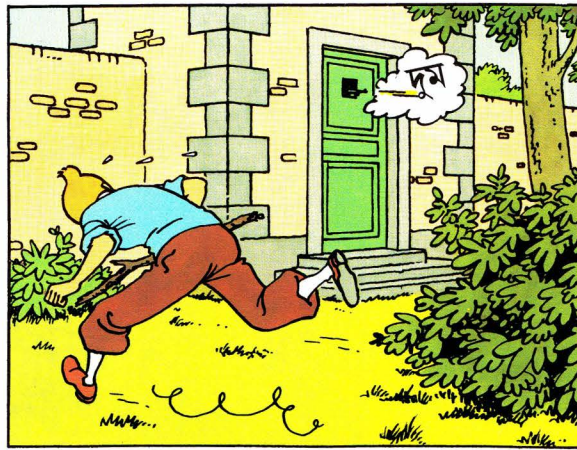
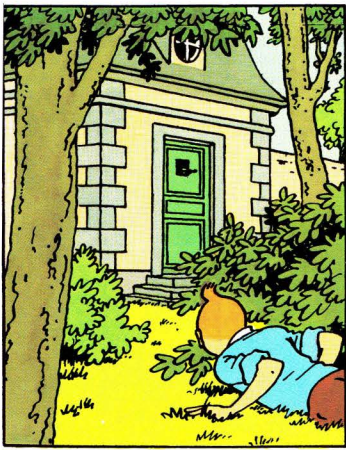


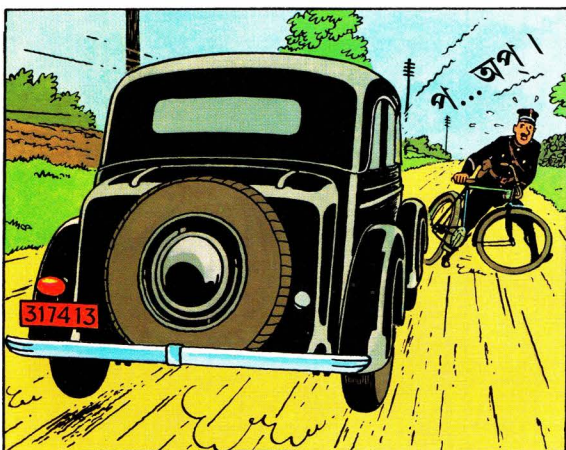
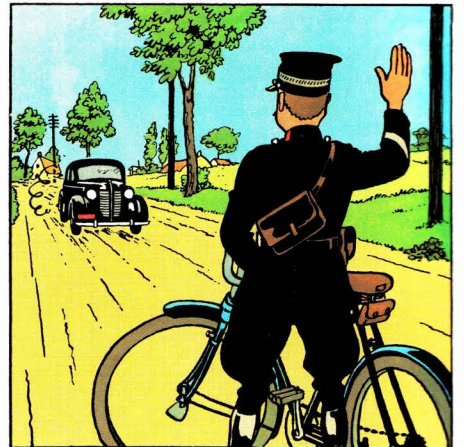
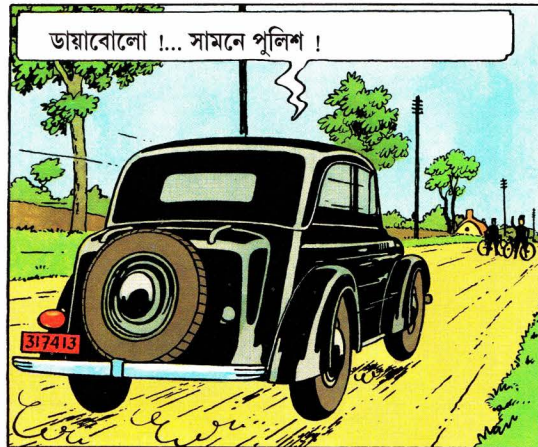
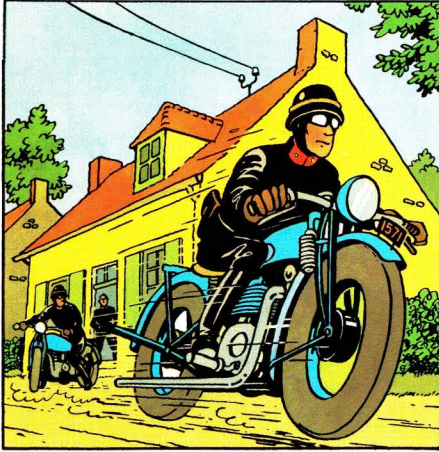
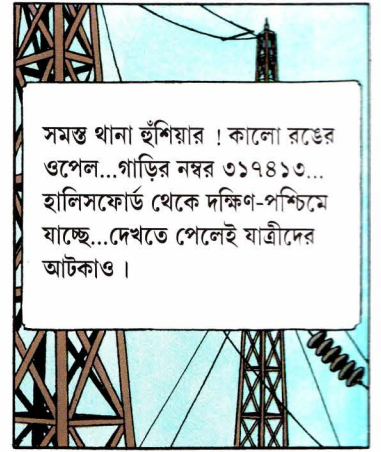


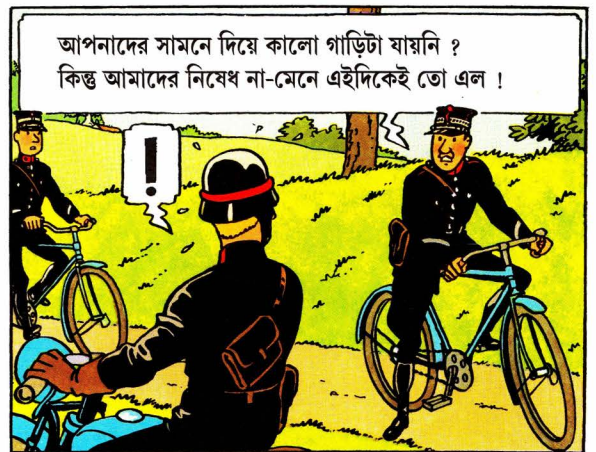
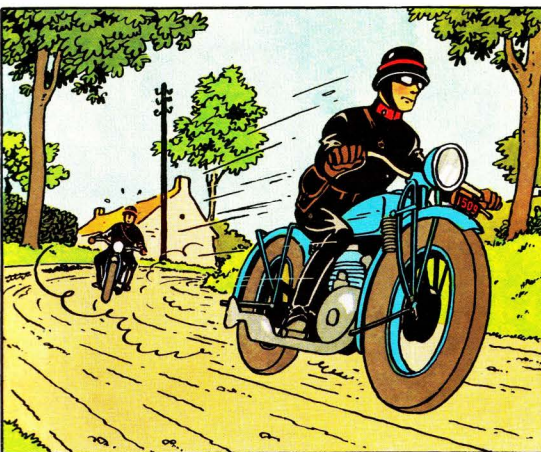
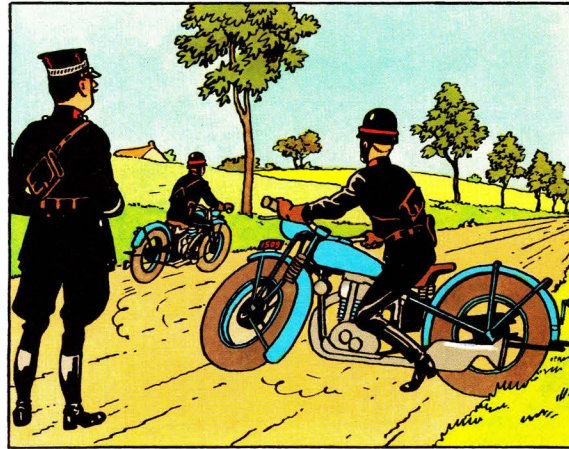
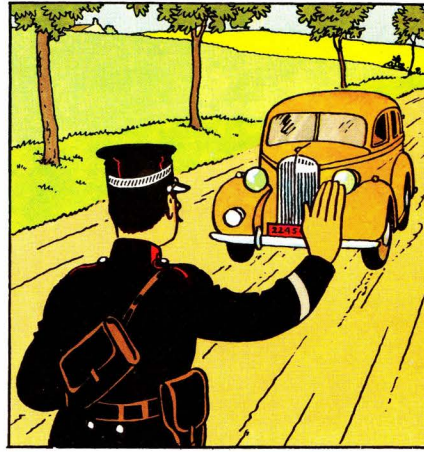
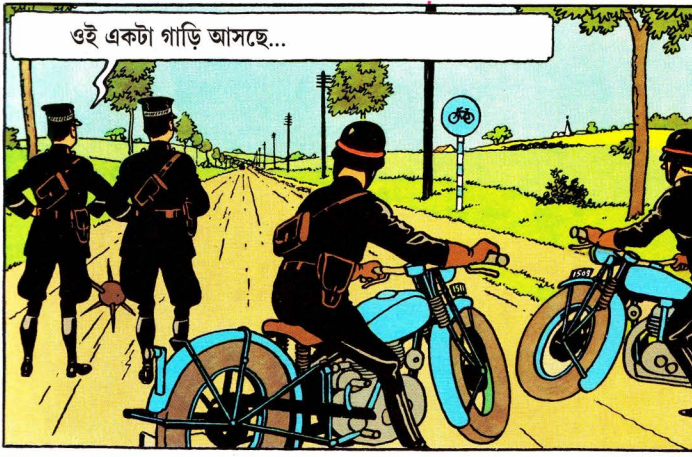


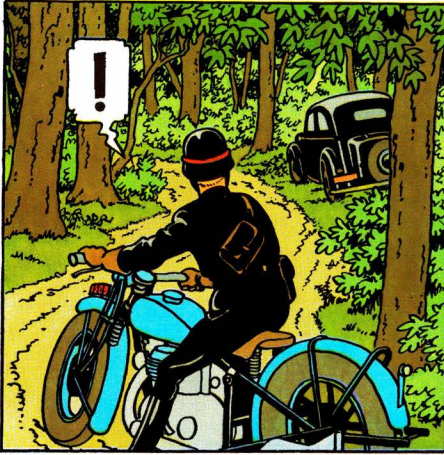
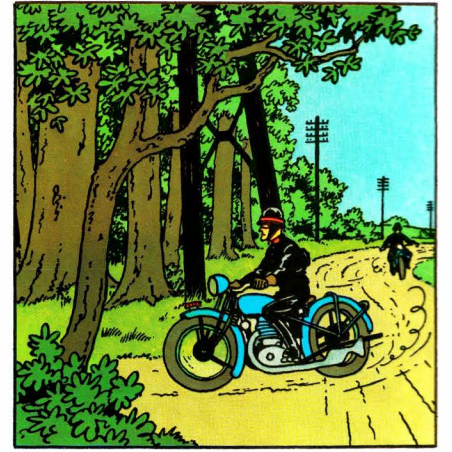




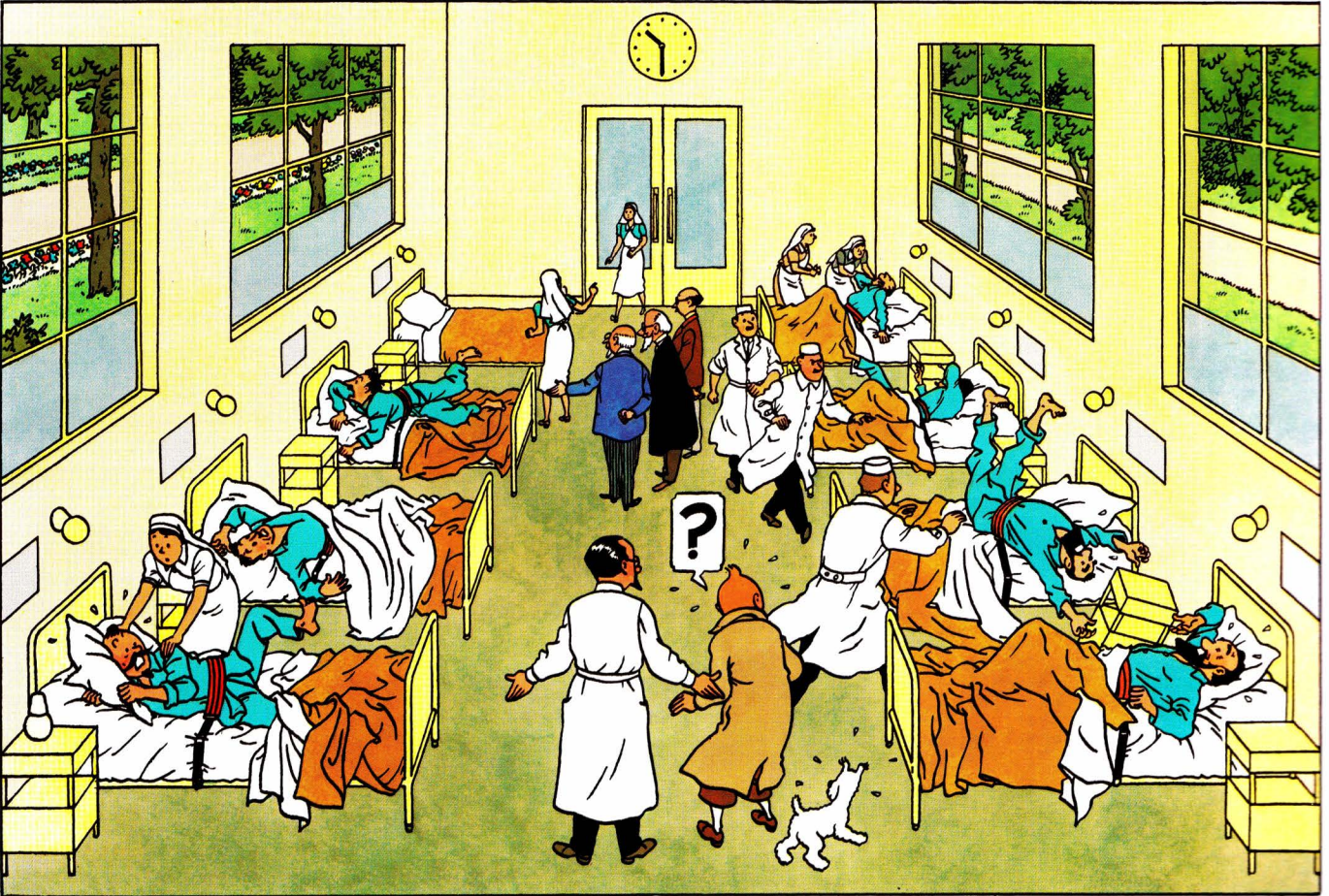
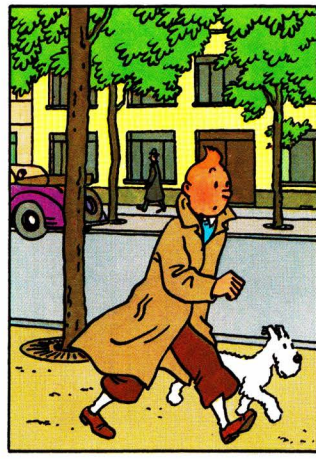


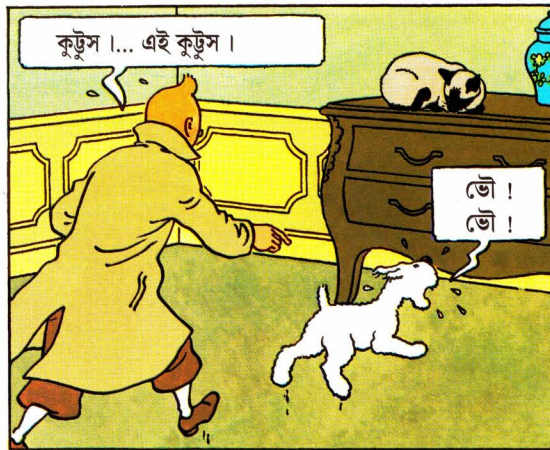
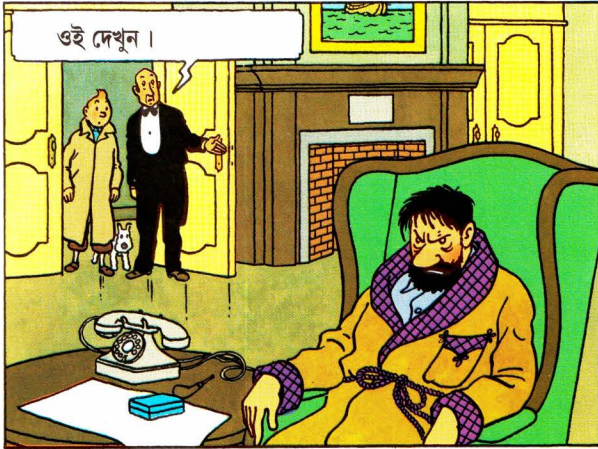
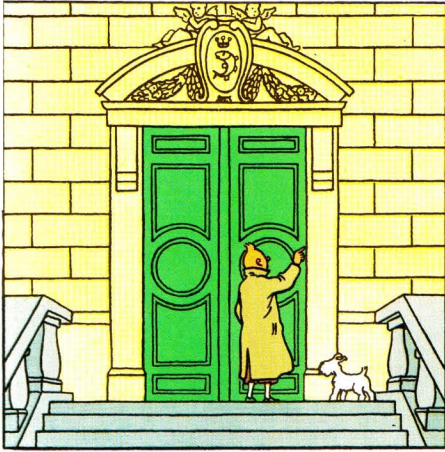
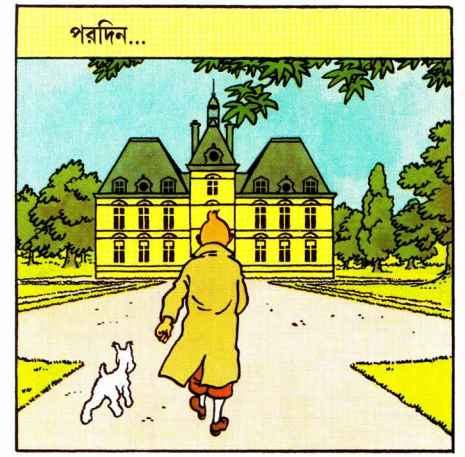
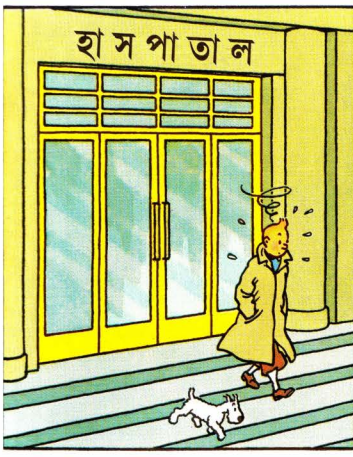


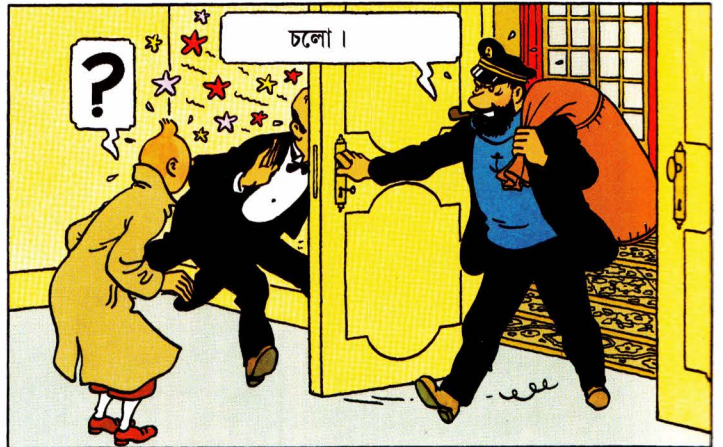
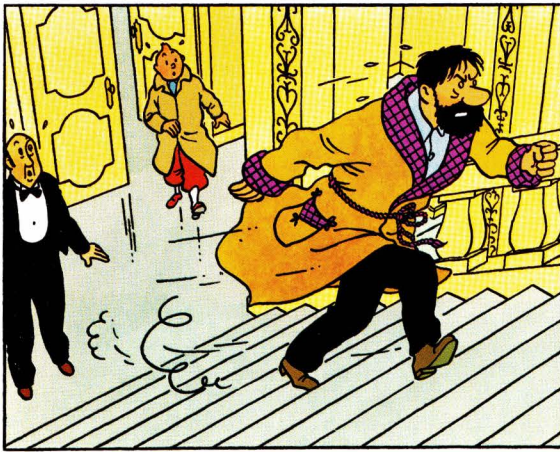
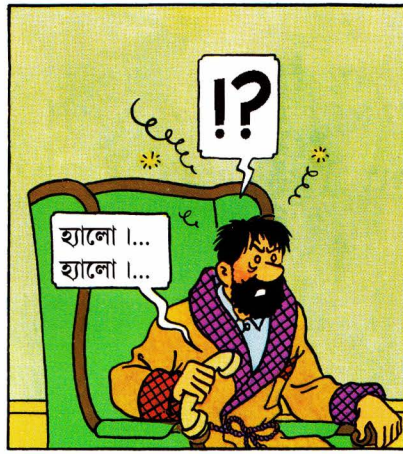


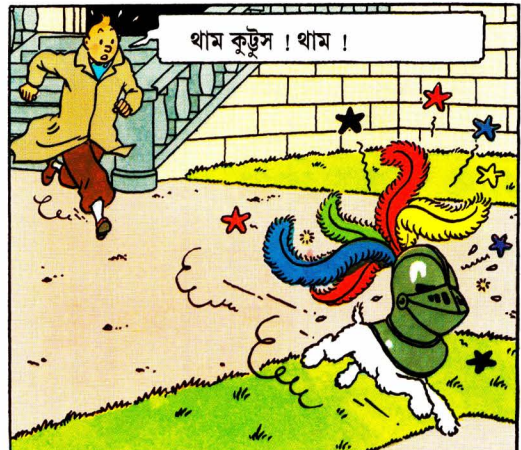
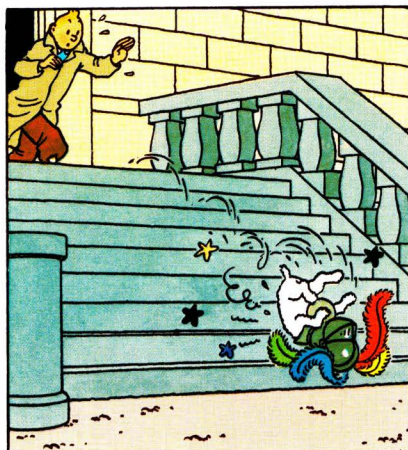
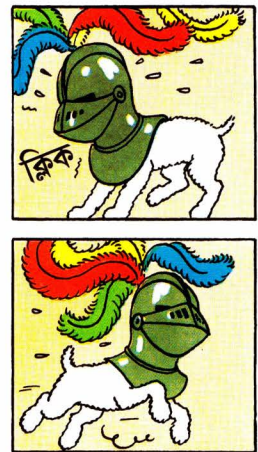
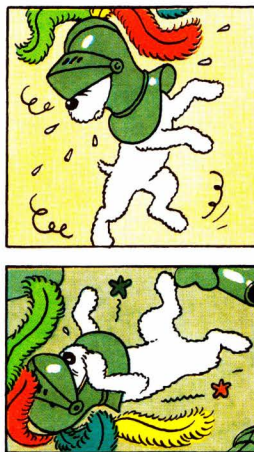
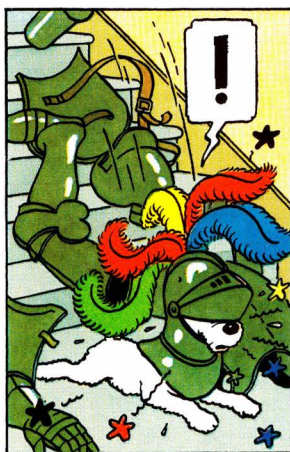
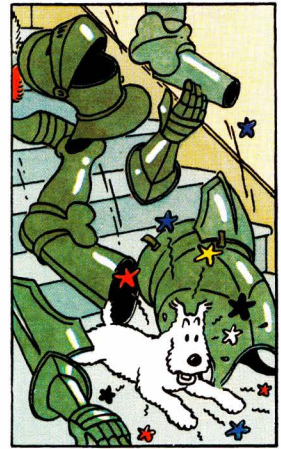
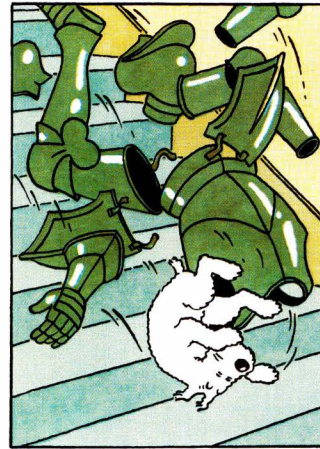
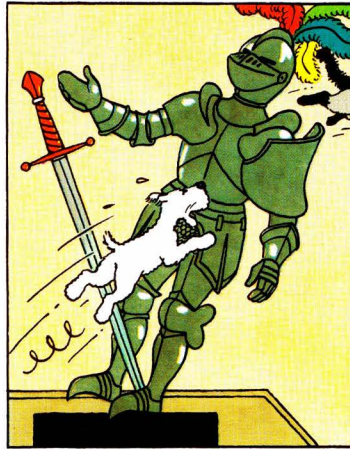
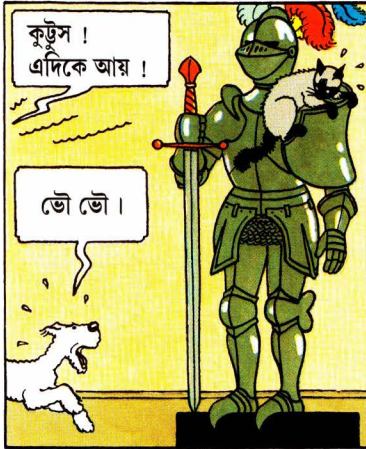
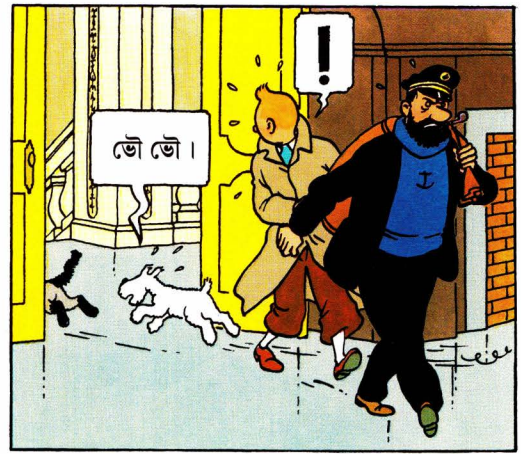


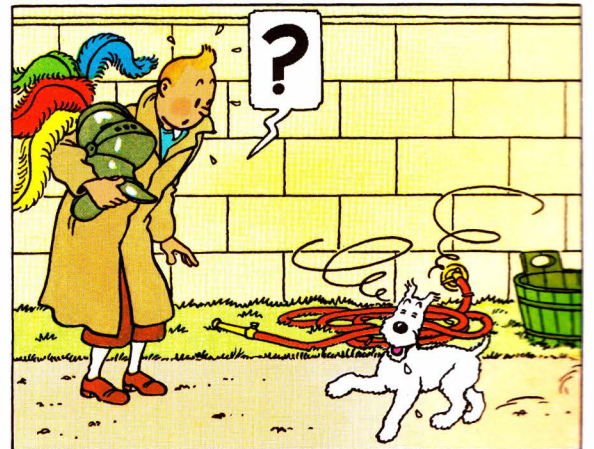
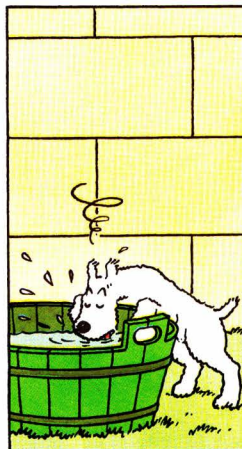
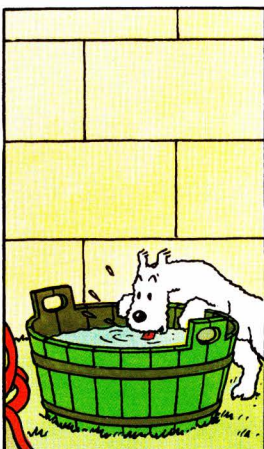
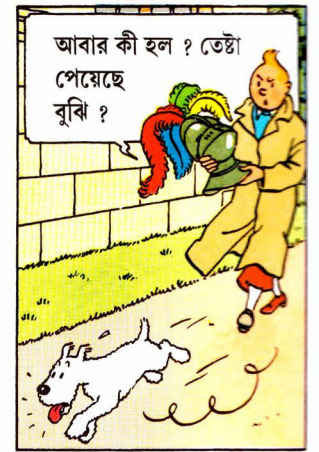
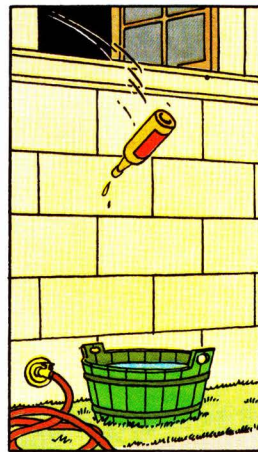
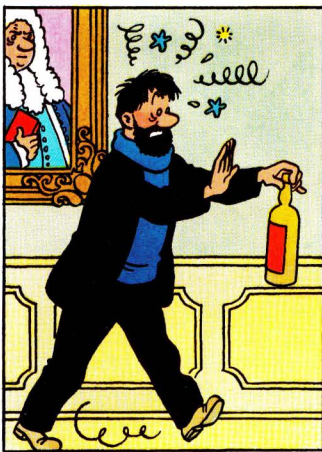


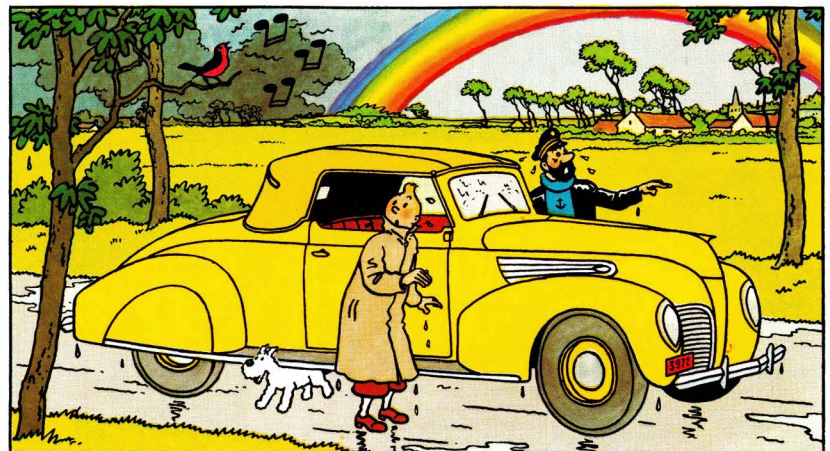
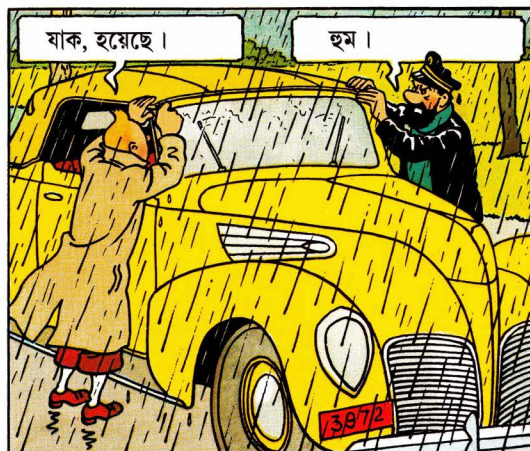
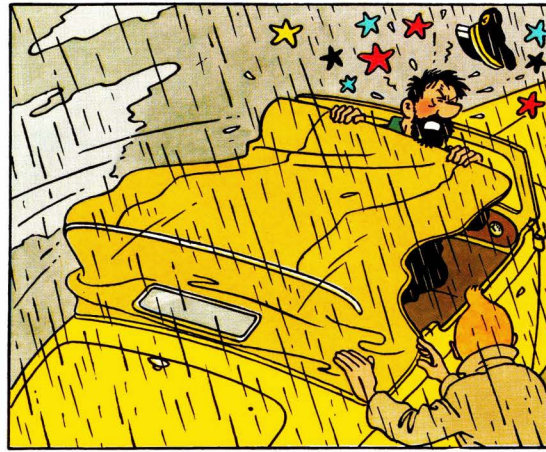


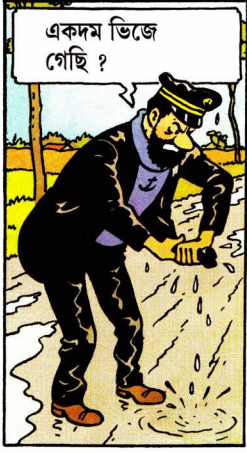




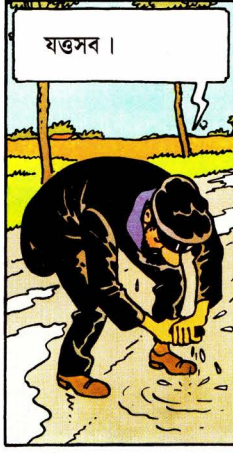








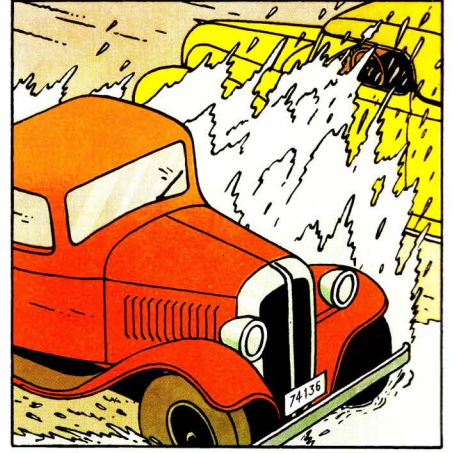
একদম ভিজে
গেছি ?



যত্নসব ।



যাক, একটু শুকনো হতে পারা
গেল !



আবার ভিজিয়ে দিয়েছে ! হনুমান ! বানর !
ভাল্লুক ! গণ্ডার !



গোরু ! হিপোপটেমাস !

তাড়াতাড়ি চলো ক্যাপ্টেন ।



কাল সকালে ওয়েস্টারমাউথে পৌঁছেই
পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ।



পরদিন সকালে...



দুঃখিত, না, নতুন কোনও খবর নেই । সেই গাড়িটার
কোনও খোঁজ মেলেনি ।



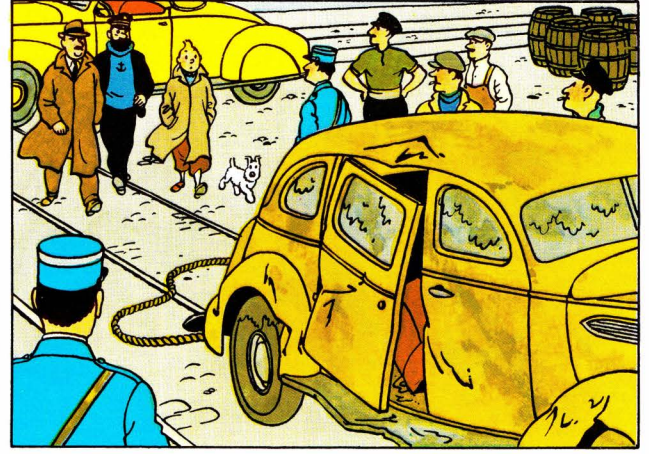
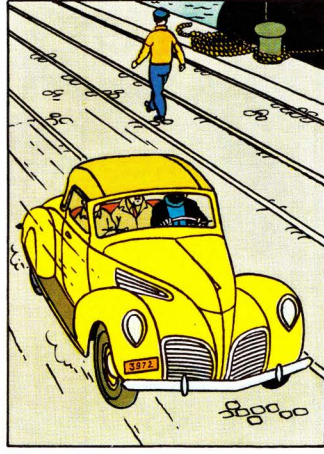
অবশ্য এখনও আমরা
হাল ছাড়িনি । অনুসন্ধান
চলছে । তবে আমার মতে...



হ্যালো ?... হ্যাঁ ইন্সপেক্টর জ্যাকসন
বলছি ?...কী ?...পাওয়া গেছে ?...
কোথায় ?... ডকে ?... শাবাশ !

এইমাত্র খবর পেলুম যে,
সেই গাড়িটার খোঁজ মিলেছে।
আসুন আমার সঙ্গে।

ধন্যবাদ।



একটা ডকের মধ্যে পাওয়া গেছে।
একটা ট্রলারের নীচে আটকে গিয়েছিল।

নাম্বার প্লেট ? লাইসেন্স ?
এঞ্জিন-নাম্বার ? শনাক্ত করবার
মতো কিছু পেলো ?

না, সার। নাম্বার প্লেট নেই। এঞ্জিন
আর চেসিসের নম্বরও উকো দিয়ে
ঘষে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বটে ?

মনে হচ্ছে, গাড়িটাকে জলে ফেলে
দিয়ে অধ্যাপক ক্যালকুলাসকে নিয়ে
গুভারা এখানে জাহাজে উঠে সরে
পড়েছে।

ঠিক কথা।

১২ তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত যত জাহাজ
ছেড়েছে, তাদের ক্যাপ্টেনদের এখনই...
বেতারে আপনার বন্ধুর বর্ণনা পাঠাচ্ছি।

ধন্যবাদ ইনস্পেক্টর। কী হয় আমাদের
একটু জানাবেন।

কাজ কি বিশেষ এগোচ্ছে ?

খুঁত।

ওই জাহাজটা দক্ষিণ আমেরিকায়
যাবে। ওর মধ্যে নেই তো ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুবই সম্ভব। আরে,
ও কে !

এই !... কে তুমি ?

পুলিশ !





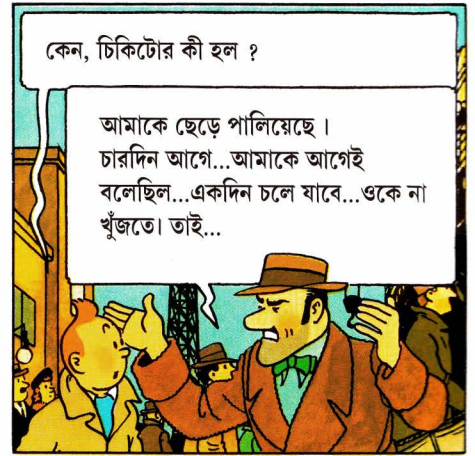
হ্যালো
জেনারেল।

আরে, টিনটিন।



কোথায় চললেন ?

নিজের দেশে ফিরে যাচ্ছি।
এখানে তো সঙ্গী পাচ্ছি না।



কেন, চিকিটোর কী হল ?

আমাকে ছেড়ে পালিয়েছে।
চারদিন আগে... আমাকে আগেই
বলেছিল... একদিন চলে যাবে... ওকে না
খুঁজতে। তাই...



চারদিন আগে ? তার মানে ১২ তারিখে।
আচ্ছা জেনারেল, চিকিটো কি সত্যি
রেড-ইন্ডিয়ান ?

নিশ্চয়। ও হচ্ছে ইনকাদের
শেষ বংশধর।



বলেন কী ? ইনকার শেষ বংশধর ?

ঠিক বলছি। ওর আসল নাম হল
রপাক ইনকা হুয়াকো।



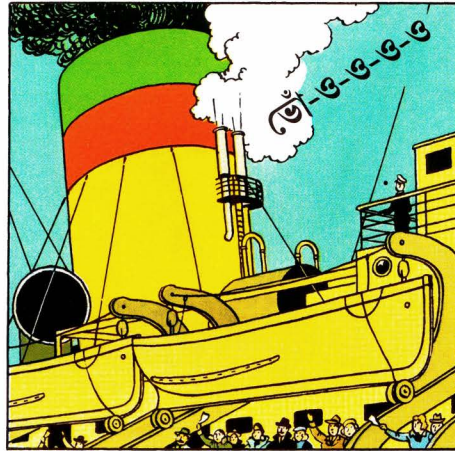
অর্থাৎ সেই গাড়ির মধ্যে
ড্রাইভারের পাশে যে রোগা
লোকটা বসে ছিল...

গাড়ির মধ্যে ?



আচ্ছা, চিকিটোর কি এমন একজন
গৌফওয়াল মোটা বন্ধু ছিল,
যে চশমা পরত ?

কই, কখনও তো দেখিনি !



তা হলে চলি টিনটিন। পরে আবার দেখা হবে।

ধন্যবাদ।

উঠে পড়ুন !



কার সঙ্গে
কথা বলছিলেন ?

জেনারেল
আলকাজার।

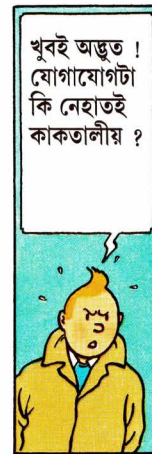


দুটো অদ্ভুত খবর শুনলাম।
প্রথমত, ১২ তারিখ থেকে
চিকিটো নিরুদ্দেশ। সেই
রাত্রেই তারাগাঁ আক্রান্ত
হয়েছিলেন আর মমির
গয়নাগুলো চুরি গেল।
পরদিন থেকে ক্যালকুলাস
নির্হোজ।



দ্বিতীয়ত, চিকিটোর আসল
নাম হল রুপাক ইনকা
হুয়াকো। ইনকাদের
বংশধর।

বলো কী ?



খুবই অদ্ভুত !
যোগাযোগটা
কি নেহাতই
কাকতালীয় ?



আরে, এ কী !



এখনই নামিয়ে দাও আমাদের।
এখনই।



পাজি ! গুণ্ডার ! হনুমান !

কিন্তু ক্যাপ্টেন...



উল্লুক ! হিপোপটেমাস !
চলে এসো ক্যাপ্টেন।



ইনস্পেক্টরকে সব কথা
জানাতে হবে !...চিকিটোর কথা।



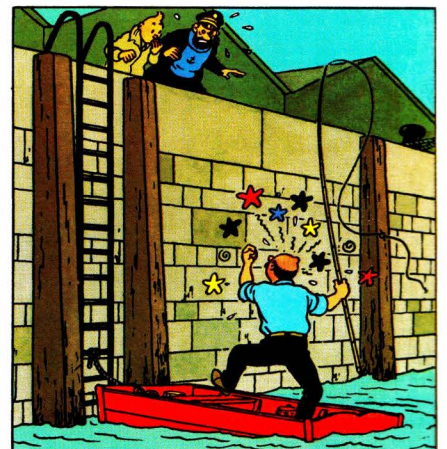
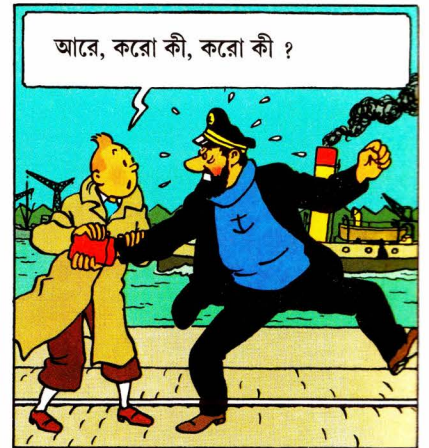
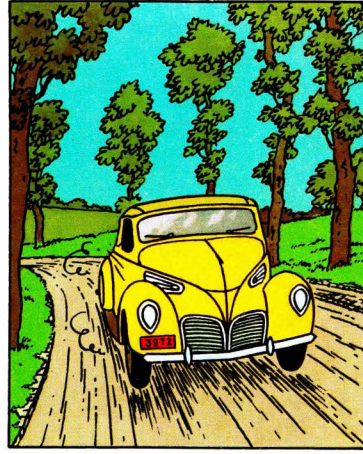
হুম। দেখি, চিকিটোর সন্ধান মেলে
কি না !...হুম। মনে হচ্ছে, সে এর সঙ্গে
জড়িত। কী হয় আপনারা জানাব।



এবার কী করা যায় ক্যাপ্টেন ?
তাই তো ভাবছি।



রোসো, এক কাজ
করলে হয়।
কী ?

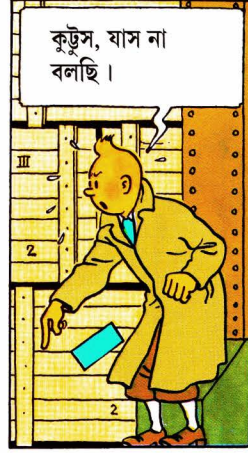




না, লোকটা আমাদের দেখতে পায়নি।

কী রে কুটুস, তুই আবার ওটা কী নিয়ে এলি ?

যাচ্চলে এ তো সেই টুপিটা।



খবরদার, ওই নোংরা টুপিতে মুখ দিবি না।

কুটুস, যাস না বলছি।

আবার ওটা নিয়ে এলি ?

এটাকে জলে ফেলে দিই।

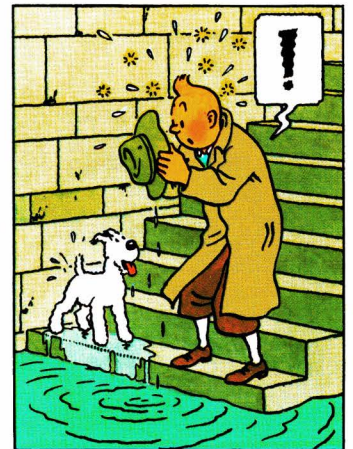
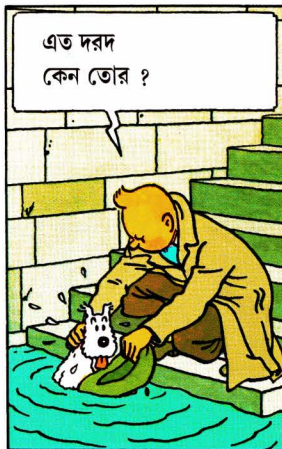


যাক, আর ওটাতে তোর মুখ দেওয়ার উপায় নেই।

চলে আয় কুটুস...চলে আয়।

ভে!
ভে!

রাপাস!

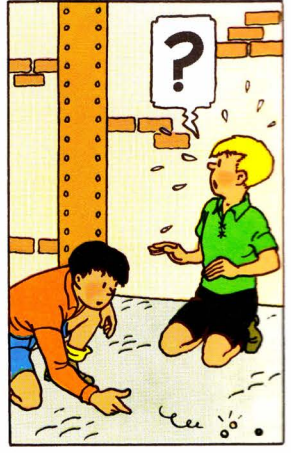
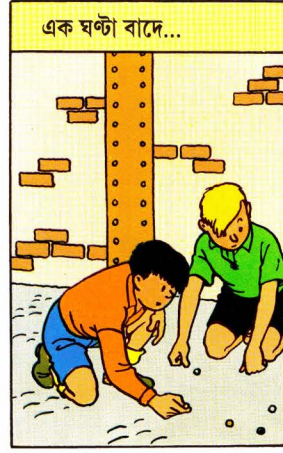


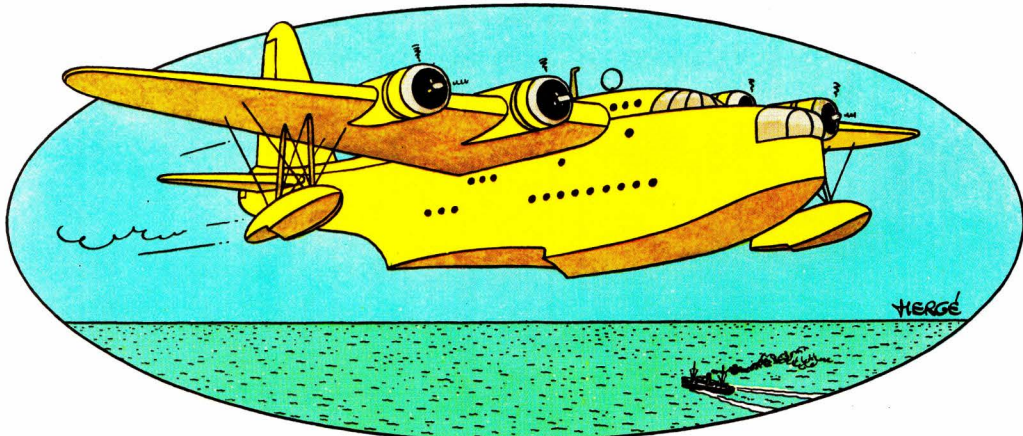
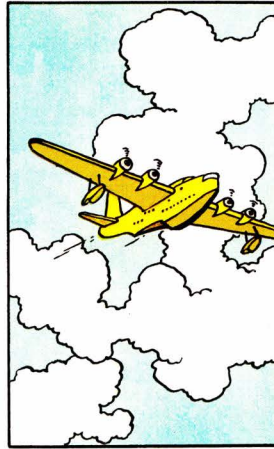
ব্যাপার কী ? নোংরা একটা টুপির জন্যে...

এত দরদ কেন তোর ?

কী চাস তুই ?...আরে !

!!!





এর পর কী ঘটল পেরুতে? জানা যাবে 'সূর্যদেবের বন্দি' কমিক্স-এ।

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই



দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স
হাওরহুদের বিভীষিকা

- অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স
- জেট-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার
- কারামাকোর অধ্যুৎপাত
- গন্তব্য নিউইয়র্ক
- গোখরো উপত্যকা
- জন পাম্পের উত্তরাধিকার
- ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

